মুহূর্ত্তই শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহাতে মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত যত্ন করা যাইতে পারে। মহারাজ! পূর্ব্ব কালে খট্টাঙ্গ নামে এক রাজা আপনার পরমায়ু মুহূর্ত্তকালমাত্র অবশিষ্ট আছে, জানিতে পারিয়া সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া হরির শরণ লইয়া ছিলেন। কৌরব-নন্দন! আপনারও পরমায়ুর সপ্ত দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব ইহার মধ্যে যে সকল কার্য্য পরলোক-সাধন সে সমুদায়ই সম্পন্ন করুন। অন্তকাল উপস্থিত হইলে জীব মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-রূপ অস্ত্র দ্বারা স্নেহ এবং পুত্রকলত্রাদির প্রতি বাসনা ছেদ করিবে। ধীর ব্যক্তি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুণ্য-তীর্থ-জলে স্নান করত নির্জ্জনে বিধিবৎ পবিত্র আসন রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। মনে মনে অকারাদি বর্ণত্রয়ে গ্রথিত পবিত্র ওঁকার অভ্যাস করিতে থাকিবেন। সেই অবস্থায়ই নিশ্বাস রোধ করিয়া মনকে দমন করিবেন। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে পথ-প্রদর্শিকা করিয়া মন দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিবেন। মন বিষয়বাসনা দ্বারা আকৃষ্ট হইলে পর তাহাকে বুদ্ধি-পূর্ব্বক ঈশ্বরবিষয়ে ধারণ করিবেন। ভগবানের সমগ্র রূপই ধ্যান করিবেন; তথাপি তাঁহার এক এক অবয়বও চিন্তা করিবেন। অনন্তর মনকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া সমাধিতে স্থাপন করিবেন। তাহার পর আর কিছুই চিন্তা করিবেন না! যাহাতে মন শান্ত ভাব অবলম্বন করে; তাহারই নাম বিষ্ণুর পরম পদ। মন যদি পুনর্ব্বার রজো দ্বারা বিচলিত এবং তমো দ্বারা মোহিত হয় তাহা হইলে ধীর ব্যক্তি ধারণা দ্বারাই তাঁহাকে দমন করিবে।

ধারণাই কেবল রজস্তমো-জন্য মলা নাশ করিতে পারে। ঐ ধারণা সিদ্ধ হইলেই, সূক্ষ্মদর্শী যোগীদিগের ভক্তি-স্বরূপ যোগ অবিলম্বেই সিদ্ধ হয়।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! ধারণা কি রূপে করিতে হয়? কিসেই বা তাহা প্রতিষ্ঠিত আছে? কি রূপে অনুষ্ঠিত হইলেই বা উহা অবিলম্বে জীবের মনোমল দূর করিতে পারে?

শুক কহিলেন, আসন, শ্বাস, বিষয়াসঙ্গ, এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া বুদ্ধি-পূর্ব্বক ভগবানের স্থূল রূপে মনকে ধারণ করিবে। তাঁহার বিরাট্ দেহ অতি স্থূল বস্তু হইতেও স্থূল-তর। ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই তিনপ্রকার কার্য্যই ঐ দেহে প্রকাশ পাইতেছে। উহা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব, এই পঞ্চ আবরণে আবৃত। উহার মধ্যে যে বিরাট্ পুরুষ বাস করিতেছেন, তিনিই ধারণার আশ্রয়। ঐ বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, সহস্রশিরা পুরুষের পাদ-মূল, পাতাল; চরণের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ, রসাতল; দুই গুল্‌ফদেশ, মহাতল; দুই জঙ্ঘা, তলাতল; দুই জানু, সুতল; উরুদ্বয়ের অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগ, বিতল ও অতল; জঘনদেশ, মহীতল; নাভিসরোবর, নভস্তল; বক্ষঃ, স্বর্গ লোক; গ্রীবা মহর্লোক; বদন, জনলোক; ললাট, তপোলোক এবং মস্তক সকল সত্যলোক। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু; দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ; শব্দ তাঁহার শ্রোত্রেন্দ্রিয়; অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নাসা; গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়; প্রদীপ্ত অগ্নি তাঁহার চক্ষুর্গোলক; সূর্য্য তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়; রাত্রি ও দিন তাঁহার

চক্ষুর পক্ষদ্বয়; ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূযুগল; জল তাঁহার তালু; রস তাঁহার রসনেন্দ্রিয়; বেদ সকল তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র; যম তাঁহার দন্ত-পংক্তি; পুত্রাদি স্নেহলেশ তাঁহার দন্ত; মানব-মোহিনী মায়া তাঁহার হাস্য এবং অপরাপর অসংখ্য সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ। অপর, ব্রীড়া তাঁহার ওষ্ঠ; লোভ তাঁহার অধর; ধর্ম্ম তাঁহার স্তন; অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠদেশ; প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্র; মিত্রাবরুণ তাঁহার দুই শৃঙ্গ; সাগর-সমূহ তাঁহার কুক্ষি; এবং পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি। রাজন্! নদী সকল সেই বিশ্বমূর্ত্তি পুরুষের নাভি; বৃক্ষ-রাজী তাঁহার রোম; অপারবীর্য্য বায়ু তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস; কাল তাঁহার গতি; এবং প্রাণীদিগের সংসার তাঁহার ক্রীড়া। হে কৌরব-শ্রেষ্ঠ! বারিদপটল সেই বিভু ঈশ্বরের কেশ; সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র; প্রকৃতি তাঁহার হৃদয় এবং প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা তাঁহার সকল বিকারের আশ্রয়ভূত মন। রাজন্! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, বিজ্ঞান-শক্তিই সেই সর্ব্বাত্মার মহত্তত্ত্ব; রুদ্র তাঁহার অহঙ্কার-তত্ত্ব; অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও হস্তী তাঁহার নখ এবং অন্যান্য যাবতীয় মৃগ ও পশু তাঁহার কটিদেশ। পক্ষী সকল তাঁহার বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্য; স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার বুদ্ধি; পুরুষ তাঁহার আশ্রয়; গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, বিদ্যাধর, ও চারণগণ, তাঁহার ষড়্জাদি স্বর; এবং অসুর-শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ তাঁহার স্মৃতি। ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ; ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজ; বৈশ্য তাঁহার ঊরু; কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র তাঁহার পদ এবং বিবিধ নামক বসু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত ঘৃত-সাধ্য যজ্ঞ তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য।

মহারাজ! ঈশ্বরদেহের অবয়ব-সংস্থান আপনার নিকট

এই উল্লেখ করিলাম। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এই স্থূলতর দেহেই চিত্ত ধারণ করেন। ইহা ভিন্ন সংসারে আর কোন বস্তুই নাই। নৃপ! যেরূপ জীব স্বপ্নে বহু দেহ কল্পনা করিয়া সেই সেই দেহগত ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুদায় অনুভব করে; সেইরূপ সেই সর্ব্বাত্মা বিরাট্ পুরুষ সকলের বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা সকল বিষয় অনুভব করেন। অতএব সেই আনন্দ-নিধানকেই সত্য জানিয়া ভজনা করিবে; অন্য কাহাতেও আসক্ত হইবে না; কারণ তাহা হইলেই সংসারে পতিত হইতে হইবে।

মহাপুরুষের অবয়ব-বর্ণন-নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুক বলিলেন, মহারাজ! আত্মযোনি ব্রহ্মা প্রলয়-সময়ে পূর্ব্বসৃষ্টি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, পরে এইরূপ ধারণা দ্বারা হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনর্বার তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনন্তর স্থিরবুদ্ধি ও অমোঘ-দৃষ্টি হইয়া সেই বলেই পুনর্বার এই বিশ্ব পূর্ব্বের ন্যায় অবিকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শব্দ-ব্রহ্ম বেদের পন্থাই এই যে স্বর্গাদি নাম সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিকে নিরর্থক তত্তৎ চিন্তায় নিযুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু যেরূপ জীব সুখেচ্ছায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে সুখ কেবল দর্শন করে, ভোগ করিতে পায় না, সেইরূপ মনুষ্য মায়াময় স্বর্গাদি লাভ করিয়াও যথার্থ তাহার সুখ ভোগ করিতে পারে না। অতএব যাবন্মাত্রে দেহ ধারণ হইতে পারে,

পণ্ডিত ব্যক্তি তাবন্মাত্রেই বিষয় ভোগ করেন। সেই স্বল্প-মাত্রেও আবার আসক্ত হন না; কেবল নামমাত্রেই ভোগ করেন। তাহাতে সুখ নাই বলিয়াও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন। আর, যদি অন্য প্রকারে সেই দেহ-ধারণ-রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে, কেবল পরিশ্রমমাত্র জানিয়া, তাঁহারা বিষয়-ভোগে চেষ্টাও করেন না। ভূমি থাকিতে শয্যার আয়াস পাইবার আবশ্যকতা কি? স্বতঃসিদ্ধ বাহুদ্বয় থাকিতে উপধানের প্রয়োজন কি? অঞ্জলি থাকিতে, বিবিধ ভোজন-পাত্রের জন্য কেনই চেষ্টা করিতে হইবে? দিক্ এবং বল্কলাদি থাকিতেই বা দুকুলে কি হইবে? পথে কি চীরখণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষ সকল পরের ভোগের নিমিত্তই ফল প্রসব করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহারা কি ভিক্ষা দান করে না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়াছে? গিরির গুহা কি কেহ রোধ করিয়াছে? আর হরি কি ভক্ত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করেন না? তবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি কারণে ধনমদে অন্ধপ্রায় ধনিকদিগের উপাসনা করেন? হরি অন্তঃকরণে আপনিই সিদ্ধ রহিয়াছেন। তিনি আত্মা; অতএব অত্যন্ত প্রিয়। তিনি সত্য-স্বরূপ। (অবিদ্যার ন্যায় মিথ্যা নহেন)। তিনি ভজনীয় গুণে ভূষিত। তিনি অনন্ত। অতএব জীব তাঁহার প্রতি চিত্তধারণা দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া তাঁহা-কেই ভজনা করিবে। তাঁহাকে ভজনা করিলে সংসারের হেতু-ভূতা অবিদ্যার ধ্বংস হয়। জীবদিগকে সংসাররূপ বৈতরণীতে পতিত হইয়া আপন আপন কর্ম্ম-জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়া, পশুতুল্য কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ভিন্ন, কোন্

ব্যক্তিই বা হরির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিন্দনীয় বিষয় চিন্তা করে? নিজ নিজ দেহের মধ্যবর্ত্তী হৃদয়দেশে যে এক-প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষ বাস করিতেছেন; যাঁহার চারি ভুজ; যিনি চরণতলে পদ্ম, শঙ্খ ও চক্রচিহ্ন এবং করে গদা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার বদন সুপ্রসন্ন এবং লোচন আয়ত; যাঁহার বস্ত্র কদম্ব-কিঞ্জল্কের ন্যায় পিঙ্গল-বর্ণ; যাঁহার বাহু দীপ্তিমান্ মহারত্নে খচিত, হিরণ্ময় অঙ্গদে সুশোভিত এবং কিরীট ও কুণ্ডল উৎকৃষ্ট-মণি-প্রতিভায় দেদীপ্যমান; যাঁহার দুইটী পদপল্লব যোগিগণ আপন আপন হৃদয়-পঙ্কজের কর্ণিকারূপ * আলয়ে রাখিয়া চিন্তা করেন; যাঁহার হৃদয় লক্ষ্মী-চিহ্নিত এবং স্কন্ধ-দেশ কৌস্তুভ-রত্নে বিরাজিত; যাঁহার গলদেশে স্থির-শোভা বনমালা লম্বিত; যাঁহার অঙ্গ সকল মেখলা, অঙ্গুরি ও নূপুর, কঙ্কণ প্রভৃতি মহামূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; যাঁহার বদন চিক্কণ নির্ম্মল আকুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশে এবং মনোহর হাস্যে সাতিশয় মনোরম এবং যাঁহার উদার-হাস্য-সময়ে শোভমান ভ্রূভঙ্গী চালনায় ভূরি ভূরি অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে; কেহ কেহ ধারণা দ্বারা তাঁহাকেই চিন্তা করেন। ঈশ্বরকে চিন্তা করিলেই তিনি আবির্ভূত হন। অতএব যত ক্ষণ মন ধারণা দ্বারা স্থির ভাবে অবস্থিতি করে ততক্ষণ তাঁহাকে দর্শন করিবে। গদা-ধরের পাদাদি অবধি হাস্য পর্য্যন্ত যাবতীয় অঙ্গ এক এক করিয়া মনকে ধারণা করত চিন্তা করিবে। আপনি প্রকাশমান অঙ্গ সকল এক এক করিয়া অতিক্রম করত উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ-সমূহ চিন্তা করিবে। তাহাতেই বুদ্ধি পবিত্র হইবে।

* পদ্মের বীজকোষ। "পদ্মের ঢেঁড়ি" ইতি ভাষা।

যত দিন পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাদি হইতেও শ্রেষ্ঠতম বিশ্বেশ্বর সাক্ষী-স্বরূপ পুরুষে ভক্তি না জন্মে তত দিন আবশ্যক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ একমনে তাঁহার স্থূলতর রূপ চিন্তা করিবেন। রাজন্! ঐ প্রকারে যোগী অবশেষে যখন দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন তখন মনোমধ্যে পবিত্র স্থান বা কাল কামনা করিবে না; কেবল নিশ্চল চিত্তে স্থির ভাবে সুখকর আসনে উপবেশন করিয়া প্রাণ-বায়ু সংযম করিবেন। নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা মনকে দমন করিয়া পশ্চাৎ বুদ্ধিকে বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টাতে, সেই দ্রষ্টাকে বিশুদ্ধ আত্মায় এবং আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া শান্তি-লাভ করত সমুদায় কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। সেই আত্মার সহিত একীভূত অবস্থায় দেবতাদিগেরও প্রভু কাল কোন প্রভুতা প্রকাশ করিতে পারেন না। তাহার অনুগত দেবতাদিগের ত কথাই নাই। তাঁহাদিগের কোন ক্ষমতা যদি না থাকিল, তবে তাঁহাদিগের অধীন প্রাণিগণ কি করিতে পারিবে। আর সেই অবস্থায় জগৎকারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বও আর তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। ঐ যোগী আত্ম ভিন্ন সকল বস্তুকেই "ইহা নহে" "ইহা নহে" করিয়া পরিত্যাগ করত দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় দ্বারা পূজনীয় শ্রীবিষ্ণুর পাদ-পদ্ম চিন্তা করেন। তাঁহার অন্য বিষয়ে আসঙ্গ থাকে না। অতএব সেই বিষ্ণুর পদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ঐ যোগী এই রূপে বিশ্বকে ব্রহ্মময় ভাবিতে পারিলেই, বিজ্ঞান-বলে তাঁহার বিষয়-বাসনা নষ্ট হইবে; অতএব তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। অনন্তর আপনার পাদমূলের

দ্বারা গুহ্যদেশ রোধ করিয়া ক্লেশ জয় করত প্রাণবায়ুকে নাভি প্রভৃতি ছয় স্থানে ঊর্দ্ধে উৎতোলন করিবেন। তিনি প্রথমতঃ নাভি-দেশ-স্থিত প্রাণকে হৃদয়ে লইয়া যাইবেন। পশ্চাৎ উদান-বায়ুর গতিক্রমে তাহাকে তথা হইতে বক্ষঃস্থলে প্রেরণ করিবেন। অনন্তর জিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনার তালুদেশে অল্পে অল্পে উৎতোলন করিবেন। অবশেষে শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখরূপ তাহার সাতটী নির্গমন-মার্গ রোধ করিয়া তাহাকে তালু হইতে ভ্রূযুগের অভ্যন্তরে লইয়া যাইবেন। অনন্তর, তিনি যদি একবারে অভিলাষ-শূন্য হন, তাহা হইলে অর্দ্ধমুহুর্ত্তমাত্র সেই স্থানে রাখিয়া পরব্রহ্মকে লাভ করত প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উৎতোলন করিবেন। পর ক্ষণেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যাইবার সময় দেহ এবং ইন্দ্রিয়-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। আর, যদি তিনি ব্রহ্ম-পদ, খেচরদিগের বিহার-স্থান, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, অথবা নিখিল গুণের সমবায়-ভূত ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিতে অভি-লাষ করেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় এবং মনের সহিত প্রাণ-বায়ুকে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া যাইবেন। উপাসনা, ভগবদ্ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ এবং সমাধিশালী যোগিদিগের বায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, অতএব তাঁহারা ত্রিলোকের অন্তর ও বাহিরে ভ্রমণ করিতে পারেন। মনুষ্য কর্ম্মফলে সে রূপ গতি লাভ করিতে পারে না।

মুনি আকাশে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপথ অবলম্বন করিয়া সুষুম্না-নাড়ীর সহযোগে প্রথমতঃ অগ্ন্যভিমানিনী দেবতার নিকট উপস্থিত হন। রাজন্! সেই স্থানে তাঁহার মলা ধৌত হয়।

তখন তিনি সেই স্থান হইতে উর্দ্ধস্থ হরি-সম্বন্ধীয় শিশুমারাকার* জ্যোতিশ্চক্রে গমন করেন। অনন্তর বিশ্বের নাভিস্বরূপ সেই বিষ্ণু-চক্র অতিক্রম করিয়া নির্মল লিঙ্গশরীর ধারণ করত একাকীই ব্রহ্মবেত্তাদিগের নমস্কৃত-স্থানে গমন করেন। সেই স্থানে কল্প-জীবী ভৃগু প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিহার করিতেছেন। মুনি সেই স্থানে বসতি করিয়া অবশেষে কল্পান্ত কাল উপস্থিত হইলে পর বিশ্বকে অনন্ত পুরুষের মুখাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে দর্শন করেন। পশ্চাৎ তাহার উপরিস্থ দ্বিপরার্দ্ধ-কল্পস্থায়ি ব্রহ্মপদে গমন করেন। তথায় সিদ্ধেশ্বরদিগের অসংখ্য বিমান সকল রহিয়াছে। সে স্থানে শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, বা ভয়, কিছুই নাই; তবে একমাত্র দুঃখ এই আছে যে, সেই স্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণিগণ ভগবানের ধ্যান না জানিয়া দুরন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে। সেই হেতু তাহাদিগের প্রতি দয়াবশতঃ মন ব্যথিত হয়।

মুনি তাহার পর সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা পৃথিবীরূপ প্রাপ্ত হন; তখন (কি রূপে যাইব বলিয়া) আর তাঁহার শঙ্কা থাকে না। অনন্তর সেই রূপেই পৃথিবীর পরবর্ত্তি জলরূপ লাভ করেন। পরে অগ্নিরূপ প্রাপ্ত হন। তখন আর তাঁহার ত্বরা থাকে না।† অবশেষে সেই রূপেই বায়ুরূপ প্রাপ্ত হন। চরমে ঐ বায়ুরূপে পরমাত্ম-মূর্ত্তি আকাশরূপে পরিণত হন।

অনন্তর ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ, রসনা দ্বারা রস, চক্ষুঃ দ্বারা রূপ,

* শুশুকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।

† কারণ তখন তাঁহার দাহাদির আশঙ্কা থাকে না; সুতরাং নিরুদ্বেগে তত্তৎ বিষয় ভোগ করেন।

ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লাভ করেন। * অবশেষে তিনি স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূত, এবং ইন্দ্রিয়দিগের লয়স্থানভূত, মনোময়, ও দেবময় অহঙ্কারতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার পর গমন করিতে করিতে সেই অহঙ্কারতত্ত্বের সহিতই মহত্তত্ত্ব লাভ করেন। পরে গুণগণের লয়স্থানভূতা প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হন। তখন আনন্দ-স্বরূপে পরিণত হওয়াতে তাঁহার উপাধিজ্ঞান দূরীভূত হয়; সুতরাং তিনি পরমানন্দময় অবিকারী আত্মাকে লাভ করেন। †

রাজন্! যে মুনি এই ভগবৎ-সম্বন্ধিনী গতি লাভ করেন তাঁহাকে আর পুনর্বার ফিরিয়া আসিতে হয় না। নৃপ!

* অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় হইতে পারে সেই সকলকেই ঐ প্রকারে অতিক্রম করেন।

† শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মলোকগামী ব্যক্তিদিগের তিনটি পথ আছে। যাঁহারা অতিশয় পুণ্যবলে সেই স্থানে গমন করেন, তাঁহারা কল্পের অবসান হইলে পুণ্যের তারতম্য অনুসারে অন্যান্য লোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা করিয়া সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। আর, যাঁহারা ভগবানের উপাসনা করিয়া সেই স্থানে গমন করেন, তাঁহারা আপন ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাহার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ যে রূপে হইতে পারে তাহার প্রকার এই।

সাংখ্যমতে "ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতির কোন অংশ হইতে মহত্তত্ত্ব জন্মে। মহত্তত্ত্বের অংশ হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব; তাহার অংশ হইতে শব্দতন্মাত্র দ্বারা নভঃ; তাহার অংশে স্পর্শতন্মাত্র দ্বারা বায়ু; তাহার অংশ হইতে রূপতন্মাত্র দ্বারা তেজঃ, তাহার অংশে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী উৎপন্ন হয়। সেই সকল মিলিত হইয়া চতুর্দশ ভুবনময় ঈশরের বিরাট্ শরীর উৎপন্ন হয়। উহা পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত। পৃথিবী তাহার প্রথম আবরণ। দ্বিতীয় আবরণ জল। তাহার পর তেজঃ প্রভৃতি উত্তরোত্তর তৃতীয়াদি আবরণ। প্রকৃতি অষ্টম আবরণ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে যেমন উৎপত্তির সময় প্রকৃতি হইতে ক্রমান্বয়ে মহত্তত্ত্বাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদায় সৃষ্টি হইয়া আইসে সেইরূপ লয়ের সময় পৃথিবী হইতে এক এক করিয়া লয় হইয়া অবশেষে আবার সেই প্রকৃতিতেই বিলীন হয়।

আপনি আমাকে যে দুই সনাতন মার্গ (অর্থাৎ সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বেদে এই প্রকার কথিত আছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে ইহাই কহিয়াছিলেন। সংসারে প্রবিষ্ট মনুষ্যদিগের ইহার অপেক্ষা আর মঙ্গলদায়ক পন্থা নাই; কারণ ইহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি জন্মে। ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে তিন বার বেদ সমালোচন করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন, ইহা হইতেই হরিভক্তি জন্মে। পরিদৃশ্যমান বুদ্ধ্যাদিরূপ লক্ষণ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতেছে যে, দ্রষ্টাস্বরূপ ভগবান্ অন্তর্যামি-রূপে সকল ভূতেই অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব রাজন্! মনুষ্য এক মনে সর্ব্ব স্থানে এবং সর্ব্ব সময়ে হরির গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে। যাঁহারা সাধুদিগের-আত্মস্বরূপে-প্রকাশমান ভগবানের কথামৃত শ্রবণপুটে করিয়া পান করেন; অতি দূষিত হইলেও, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় পবিত্র হইয়া উঠে; সুতরাং তাঁহারা তাঁহার চরণপদ্মের নিকট উপস্থিত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

শুক বলিলেন, রাজন্! মনুষ্যদিগের মধ্যে মনীষী বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের যে কি কর্ত্তব্য, আপনি আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এক্ষণে শাস্ত্রে উহা যে রূপ বিহিত আছে, আমি অবিকল সেই রূপ বলিলাম। যিনি ব্রহ্মতেজঃ কামনা করেন, তিনি বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিবেন। এই রূপ ইন্দ্রিয়গণের পটুতাভিলাষী ব্যক্তি ইন্দ্রের; পুত্রার্থী দক্ষাদি প্রজাপতির; সৌভাগ্যকামী দুর্গা দেবীর; তেজঃপ্রার্থী অগ্নির; ধনার্থী বসুর; বীর্য্যপ্রয়াসী রুদ্রের; ভক্ষ্যাভিলাষী অদিতির; স্বর্গকামী দ্বাদশ আদিত্যের; রাজ্যার্থী বিশ্বদেবদিগের; দেশীয় প্রজাদিগের স্বাধীনতা-লিপ্সু সাধ্যগণের; আয়ুঃপ্রার্থী অশ্বিনীর তনয়-দ্বয়ের; পুষ্টিকামী পৃথিবীর; পদভ্রংশ-নিবারণার্থী অন্তরীক্ষের; রূপাভিলাষী গন্ধর্ব্বদিগের; স্ত্রী-প্রয়াসী উর্ব্বশী ও অপ্সরোগণের; সকলের আধিপত্য-প্রার্থী পরমাত্মার; যশস্কামী যজ্ঞনামা বিষ্ণুর; ধন-সঞ্চয়লিপ্সু বরুণের; বিদ্যার্থী গিরিশের; দাম্পত্য-প্রণয়াভিলাষী উমার; ধর্ম্মকামী নারায়ণের; সন্ততির অবিচ্ছেদপ্রার্থী পিতৃদিগের; বিঘ্নের নাশপ্রার্থী যক্ষোদিগের; বললোভী মরুদ্গণের; রাজ-কার্য্য-প্রয়াসী মনুদিগের; শত্রুর উচ্ছেদপ্রার্থী রাক্ষসের; ভোগেচ্ছু সোমের; এবং বৈরাগ্য-লোভী পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করিবে। কিন্তু যিনি নিষ্কাম; অথবা যিনি পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য সমুদায়ই কামনা করেন;

কিংবা যে উদারবুদ্ধি মুক্তি প্রার্থনা করেন; তাঁহারা সকলেই একান্ত ভক্তির সহযোগে পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিবেন।

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করেন; তাহাদিগের যদি সেই উপাসনার সময় ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত মিলন হয়; তাহা হইলে সেই তাঁহাদিগের পরমপুরুষার্থলাভ; অন্যথা সকলই বিফল।

হরি-কথা শ্রবণ করিলে এক জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞান দ্বারা গুণের তরঙ্গ-স্বরূপ রাগাদির শান্তি হয়। অপর, হরি-কথায় আত্মা প্রসন্ন হয়; এবং বিষয়ে বিরক্তি জন্মে। এই কারণেই উহাকে সাক্ষাৎ মুক্তিপথ বা ভক্তিযোগ কহা যায়। অতএব যিনি অন্য কোন কথা শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি যে এই হরিকথা শ্রবণ করিতে অনুরাগী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাস-নন্দন শুকের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাকে পুনর্বার কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? হে বিদ্বন্ সূত! আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করা তোমার উচিত। সাধুদিগের সভায় চরম-ফল-স্বরূপ হরি-কথা লক্ষ্য করিয়া অবশ্য নানা কথা হইয়াছিল। পাণ্ডব-নন্দন মহারথ সেই রাজা সাতিশয় ভগবদ্ভক্ত; তিনি বাল্যকালে ক্রীড়ার সময় হরি-পূজাই ক্রীড়া করিতেন। ব্যাস-নন্দন ভগবান্ শুকও কৃষ্ণ-পরায়ণ। তথায় সাধুদিগেরও সমাগম হইয়াছিল। অতএব বৃহৎ-যশাঃ ভগবানের গুণ-বিষয়ে অবশ্যই উদার কথা হইয়াছিল।

এই সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইয়া মনুষ্যদিগের পরমায়ু হরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি হরির গুণানুবাদে জীবন অতিবাহিত করেন তাঁহারই পরমায়ু কেবল বিফল হয় না। বৃক্ষদিগেরও কি জীবন নাই? ভস্ত্রাও * কি নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে না? গ্রামবাসী অপরাপর পশুরাও কি আহার বা স্ত্রীসঙ্গ করে না? গদাগ্রজ হরি যাঁহার কর্ণপথে কখন গমন করেন নাই, সে ব্যক্তি পশুর তুল্য। কুক্কুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ হইতে তাহার বিভেদ নাই। যে মনুষ্য কখন হরি-কথা শ্রবণ করেন না, তাঁহার শ্রোত্রদ্বয় কেবল গর্ত্তমাত্র। সূত! যিনি হরি-গুণ গান করেন না, তাঁহার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার ন্যায় নিন্দনীয়। পট্টবস্ত্র এবং কিরীটে সুশোভিত হইলেও যে মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, সে ভারমাত্র। যে বাহু-যুগল হরির অর্চ্চনা না করে, সে কাঞ্চনময়-বলয়ে বিরাজিত হইলেও মৃত ব্যক্তির বাহুর ন্যায় নিষ্ফল। যে চক্ষু হরির রূপ দর্শন না করে, সে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় অনর্থক চিত্রিত। যে চরণযুগল হরিক্ষেত্রে গমন না করে, সে বৃক্ষের মূলের তুল্য। যে মনুষ্য ভগবদ্ভক্তদিগের চরণ-রেণু লাভ না করে, সে জীবিত থাকিয়াও শবের ন্যায়। আর, যে ব্যক্তি বিষ্ণুর পাদ-লগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ না লয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও, সে শব-প্রায়।

অহো! হরির নাম শুনিয়া যে হৃদয় অবিকৃত থাকে; সুতরাং তজ্জন্য নেত্রে জলোদ্রেক এবং অঙ্গে রোমোদ্গম

* চামড়ার জাঁতা।

না হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় প্রস্তরের ন্যায়। সূত! তুমি ভগবানের প্রধান ভক্ত। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমাদিগের মনের অভিমত। অতএব আত্মবিদ্যায় পারদর্শী ব্যাস নন্দন উত্তম রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎকে যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট তাহা উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ শুকের এই আত্মজ্ঞান-সাধন বাক্য অবধারণ করিয়া, কৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও সেবা করিতে হয় না, এই রূপ স্থির করত তাঁহাতেই আসক্ত হইলেন। দেহ, জায়া, পুত্র, আলয়, গজাদি পশু, ধন ও বন্ধুবর্গ, এই সকলের প্রতি এত কালে তাঁহার যে মায়া বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামমূলক সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করত ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি পরম প্রণয়ী হইলেন; এবং তাঁহার প্রভাব শ্রবণ করিবার মানসে, আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি শুককে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব আপনি যে এই হরি-কথা কহিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার অশেষ অজ্ঞান নাশ পাইতেছে। ভগবান্ কি রূপে নিজ মায়া দ্বারা এই অধীশ্বরদিগেরও দুর্জ্ঞেয় বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন? সেই অনন্ত-শক্তিমান্ পুরুষ কি প্রকারে

কোন্ কোন্ শক্তি অবলম্বন করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে আপনি আপনাকেই এক ও বিবিধ রূপে ক্রীড়া করাইতেছেন? ব্রহ্মন্! পণ্ডিত ব্যক্তিরাও যে, অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবানের কর্ম্মের উদ্দেশ্য স্থির করিতে সমর্থ হন না; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবান্ কি পুরুষরূপমাত্রে একেবারে, অথবা ব্রহ্মাদিরূপ ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে, প্রকৃতির গুণ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন? আমি এক্ষণে আপনার নিকট এই সকল জানিতে প্রার্থনা করি। ইহাতে আমার সন্দেহ আছে; অতএব আপনি উল্লেখ করুন। আপনি, কি শব্দময়, কি পরম, উভয় ব্রহ্মেই দীক্ষা পাইয়াছেন।

সূত বলিলেন, শুক হরি-কথা-বিষয়ে পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন শুনিয়া হৃষীকেশকে স্মরণ করত বলিতে আরম্ভ করিলেন; যে পুরুষ ক্রীড়াচ্ছলে এই প্রপঞ্চের উদ্ভবের কারণভূত রজঃ আদি শক্তিত্রয় ধারণ করিয়াছিলেন; যাঁহার মহিমার পার নাই; যিনি সকলের উৎকৃষ্ট; যিনি জীবের অন্তর্যামী; এবং যাঁহার পন্থা অতি দুর্জ্ঞেয়; আমি সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করি। যিনি সাধুদিগের দুঃখভঞ্জন; যিনি পাপিদিগের অনুদ্ভবের * কারণ; যিনি সম্পূর্ণ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি; এবং যিনি পারমহংস্য আশ্রমে অবস্থিত সাধুদিগের অন্বেষ্টব্য আত্মতত্ত্বের দাতা; আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। যিনি ভক্তদিগের পালনকর্ত্তা; যিনি কুযোগিদিগের দূরবর্ত্তী এবং যিনি অদ্বিতীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মে বিহার করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার; নমস্কার। যাঁহার

* ধ্বংসের।

নাম কীর্ত্তন; যাঁহাকে স্মরণ; যাঁহাকে দর্শন; যাঁহাকে বন্দনা; যাঁহার গুণ শ্রবণ ও যাঁহাকে পূজা করিলে সততই মনুষ্যের পাতক ধ্বংস হয় এবং যাঁহার যশঃ শ্রবণ করিলে পুণ্য জন্মে; তাঁহাকে নমস্কার; নমস্কার। যাঁহার চরণ সেবা করিয়া বিবেকী ব্যক্তিরাও ইহলোক এবং পরলোকে ভয় পরিহার করত অক্লেশেই ব্রহ্মগতি লাভ করেন, সেই পুণ্য-যশস্বীকে নমস্কার; নমস্কার। কি তপস্বী, কি যোগী, কি দাতা, কি যশস্বী, কি মন্ত্রজ্ঞ, কি সদাচারী, কোন ব্যক্তিই যাঁহাতে আপন আপন তপস্যাদি সমর্পণ না করিয়া মঙ্গল উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন না, আমি সেই পাবন-যশস্বীকে বারংবার নমস্কার করি। কিরাত, হূন, * অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস ও অন্যান্য যে সমস্ত পাপিষ্ঠ জাতি আছে, ভগবানের ভক্তদিগের আশ্রয় পাইলেও তাহারা সকলেই শুদ্ধ হয়। অতএব আমি সেই প্রভুকে নমস্কার করি। যিনি আত্মস্বরূপে ধীর ব্যক্তিদিগের উপাস্য; যিনি অধীশ্বর, বেদ-ময়, ধর্ম্ম-ময় ও তপোময়; যাঁহার মূর্ত্তি কপটতা-শূন্য ভক্তগণ বিস্ময়ের সহিত নিরীক্ষণ করেন; সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যে ভগবান্ লক্ষ্মীর পতি; যজ্ঞের পতি; সৃষ্টির পতি; বুদ্ধির পতি; লোকের পতি ও ধরার পতি এবং যিনি অন্ধকবৃষ্ণি-বংশীয় ভক্তদিগের পতি ও গতি; তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার চরণ-চিন্তন-রূপ সমাধি দ্বারা বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে পর আত্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায়; এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা যাঁহাকে আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে নির্দ্দেশ করেন; সেই

---

* পারস্যদেশবাসী।

ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কল্পের প্রারম্ভে ব্রহ্মার অন্তঃকরণে সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতি-শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার আজ্ঞায় শিক্ষাদি*-লক্ষণা বাণী সেই কমলযোনির মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞানদ-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যে বিভু মহাভূত দ্বারা এই দেহরূপ পুর নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন এবং যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-মহাভূতরূপ ষোড়শ গুণের চেতনকর্ত্তা হইয়া সেই সকল গুণ পালন করিতেছেন, তিনি আমার বক্ষ্যমাণ বাক্য অলঙ্কৃত করুন।

ভক্ত ব্যক্তিরা যাঁহার মুখকমল হইতে জ্ঞানময় মকরন্দ পান করিয়াছিল, সেই ব্যাসরূপী বাসুদেবকেও নমস্কার করি।

রাজন্! পূর্ব্বে নারদ বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে এই জ্ঞানই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হরির নিকট হইতে যেমন শুনিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইরূপই বলিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে দেবদেব! হে ভুবনভাবন! হে অনাদে! আপনাকে নমস্কার করি। যাহা জ্ঞানের সাধন এবং যাহা হইতে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া

* শাস্ত্রবিশেষ।

আমাকে তাহাই জ্ঞাপন করুন। এই বিশ্ব যাহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে; যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে; যাহার অধীন; যৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট; যাহাতে লীন হয়; এবং যৎস্বরূপ; আপনি নিশ্চয় করিয়া আমাকে যথাবৎ জানাইয়া দিউন। আপনি এ সকলই জ্ঞাত আছেন; কারণ আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান এ সমুদায়েরই কর্ত্তা; সুতরাং হস্তস্থিত আমলকী-ফলের ন্যায় আপনি জ্ঞান দ্বারা এই অখিল বিশ্বকে নিশ্চয় করিয়াছেন। কে আপনাকে বিজ্ঞান দান করিয়াছে? আপনি কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন? কাহার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছেন? আপনার স্বরূপই বা কি? আমি জানি, আপনি স্বতন্ত্র * হইয়াই আপনার মায়া দ্বারা ভূত সকল সৃষ্টি করিতেছেন; এবং স্বয়ং বিকৃত না হইয়া ঊর্ণনাভির (মাকড়-শার) ন্যায় অক্লেশে ঐ সকলকে আপনাতেই পালন করিতে-ছেন। এই ভূমণ্ডলে উত্তম, অধম ও মধ্যম এবং নাম, রূপ ও গুণ দ্বারা সূচিত যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ আপনি ভিন্ন অন্য কাহা হইতে হইতেছে বলিয়া আমার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আপনিও সুদুশ্চর তপস্যা আচরণ করিলেন, দেখিয়া আমার বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে। ভাবিতেছি, বুঝি আপনি ভিন্ন আর এক জন ঈশ্বর আছেন। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে সর্ব্বেশ্বর! এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম; আপনি এ রূপ আজ্ঞা করুন; যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! তোমার উত্তম সন্দেহই হইয়াছে। প্রশ্নচ্ছলে তুমি আমার প্রতি কৃপাও প্রকাশ করিলে; কারণ

* স্বাধীন; অর্থাৎ অন্যের সাহায্য না লইয়া।

তুমি আমাকে ভগবানের বীর্য্য প্রকাশ করিতে নিযুক্ত করিলে। আমা হইতে আর এক ঈশ্বর আছেন; তাহা তুমি জানিতে না। আর, ঈশ্বরের ন্যায় আমার প্রভাবও আছে। অতএব তুমি আমাকে যে ঈশ্বর বলিয়াছ; তাহাতে কিছু অন্যায় হয় নাই। যেরূপ সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্র জ্ঞান দ্বারা প্রকাশমান বস্তুকেই প্রকাশ করেন; সেই রূপ আমিও স্বপ্রকাশমান বিশ্বকেই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ করিতেছি। যে বাসুদেবের দুর্জ্জয় মায়ায় (মুগ্ধ হইয়া) তোমরা আমাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া বোধ করিতেছ; আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। মায়া তাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থিতি করিতে সঙ্কুচিত হয়। আমাদিগের ন্যায় মন্দবুদ্ধিরাই উহাতে মুগ্ধ হইয়া "আমি" "আমার" বলিয়া আত্মশ্লাঘা করে। ব্রহ্মন্! বস্তুতঃ কি দ্রব্য, কি কর্ম্ম, কি স্বভাব, কি জীব; বাসুদেব হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। বেদ, স্বর্গাদি পুণ্যলোক, এবং যজ্ঞ; নারায়ণ এই সকলেরই কারণ। দেবতারা নারায়ণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কি যোগ; কি তপস্যা; কি জ্ঞান; কি যোগাদির ফল; নারায়ণ সকলেরই কারণ। তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার সৃষ্টি। কিন্তু সেই সর্ব্বাত্মা নিজে দ্রষ্টা ও সাক্ষিস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার কটাক্ষক্ষেপমাত্রে আজ্ঞা পাইয়া আমি তাঁহারই সৃষ্টি পুনর্বার সৃষ্টি করিতেছি। তিনি নির্গুণ বটেন; কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত মায়াসংসর্গে সত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণত্রয় গ্রহণ করেন। দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত ঐ গুণত্রয় কার্য্য, কারণ এবং কর্তৃত্ববিষয়ে সেই সতত-মুক্ত

মায়া-শূন্য পুরুষকে বদ্ধ করে। ব্রহ্মন্! সেই অধোক্ষজ পুরুষই আমার এবং অন্যান্য সকলেরই ঈশ্বর। উপাধি-ভূত তাঁহার ঐ ত্রিগুণাত্মক তত্ত্ব নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। সেই মায়েশ্বর বিবিধ রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আপন মায়া দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত † অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও স্বভাব আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত অদৃষ্ট হইতেই গুণের বিভাগ জন্মে; স্বভাব হইতে রূপান্তরের উৎপত্তি হয়; এবং কর্ম্ম হইতে মহত্তত্ত্ব জন্মে। সেই মহত্তত্ত্ব রজঃ ও সত্বগুণ দ্বারা বৃদ্ধি পাইলে তাহা হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক তমোগুণ-ময় আর এক তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তাহাকেই অহঙ্কারতত্ত্ব বলে। সেই অহঙ্কারতত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইয়া আবার সাত্বিক, রাজস, ও তামস, এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে সাত্বিক দ্রব্যে; রাজস ক্রিয়ায় এবং তামস জ্ঞানে বর্ত্তে। তামস ভূতাদি দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। শব্দ আকাশের অসাধারণ ধর্ম্ম বা গুণ; এবং সূক্ষ্ম স্বরূপ। শব্দ, দৃশ্য এবং দ্রষ্টা, এই উভয়েরই বোধক। ‡ আকাশ বিকৃত হইলে তাহা হইতে বায়ু জন্মে। স্পর্শ বায়ুর গুণ। কারণতা-রূপে আকাশের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া বায়ু আকাশ-ধর্ম্ম শব্দও ধারণ করে। ঐ বায়ু হইতে দেহ-ধারণ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা হয়। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও

---

* ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

† অতর্কিতরূপে গৃহীত, অর্থাৎ গ্রহণ করিবার কোন পূর্ব্ব অভিসন্ধি ছিল না।

‡ যথা—কোন ব্যক্তি কোন ভিত্তির অন্তরালে থাকিয়া যদি "ঐ হস্তী" "ঐ হস্তী" বলিয়া শব্দ করে তাহা হইলে শ্রোতা ঐ শব্দে ঐ হস্তী দ্রষ্টা এবং দৃশ্যমান হস্তীকে বুঝিতে পারে।

স্বভাব-বলে বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে তেজঃ জন্মে। রূপ তেজের গুণ। কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু তেজে আকাশধর্ম্ম শব্দ এবং বায়ু-ধর্ম্ম স্পর্শও অনুভূত হয়। তেজঃ বিকৃত হইলে তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয়। রস জলের গুণ। কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু জলে বায়ুর ধর্ম্ম স্পর্শ, তেজের ধর্ম্ম রূপ এবং আকাশের ধর্ম্ম শব্দ অনুভূত হয়। জল বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে পৃথিবী জন্মে। গন্ধ পৃথিবীর ধর্ম্ম। পূর্ব্ব-সম্বন্ধ-হেতু তাহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রসও আছে।

সাত্ত্বিক বিকৃত হইলে তাহা হইতে মন এবং অহঙ্কারের কার্য্য-ভূত দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীর কুমার-দ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ অধিষ্ঠাতা এই দশ জন দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। রাজস বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জ্ঞানশক্তি, বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তি প্রাণ এবং শ্রোত্র, ত্বক্, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, মেঢ্র প্রভৃতি একাদশ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। যখন ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, ও গুণ, পরস্পর মিলিত না হয়, তখন শরীর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয় না। অনন্তর ভগবানের শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহারা ভাবাভাব অবলম্বন করত উভয়বিধ* শরীরকে সৃষ্টি করে। এই ব্রহ্মাণ্ড সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জলে পতিত হইয়া থাকিলে পর চৈতন্য-দাতা পরমাত্মা অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও স্বভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছেন। সেই পুরুষই সহস্র পাদ, সহস্র অক্ষি, সহস্র বদন এবং সহস্র মস্তক ধারণ করিয়া সেই অণ্ড ভেদ করত বহির্গত

---

* সমষ্টি ও ব্যষ্টিময়।

হইয়াছেন। পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন, ঐ পুরুষের কটিদেশ প্রভৃতি সপ্ত পশ্চার্দ্ধ দ্বারা অধঃ সপ্ত লোক এবং জঘনাদি ঊর্দ্ধ সপ্ত অঙ্গ দ্বারা ঊর্দ্ধ সপ্ত লোক উৎপন্ন হইয়াছে। অপর, তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পাদ হইতে শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভূর্লোক সেই মহাত্মার পাদযুগল হইতে; ভুবর্লোক নাভি হইতে; স্বর্গলোক হৃদয় হইতে; এবং মহর্লোক বক্ষঃ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার গ্রীবায় জনলোক; ওষ্ঠদ্বয়ে তপোলোক; মস্তকে ব্রহ্মলোক; কটিদেশে অতল; ঊরুদ্বয়ে বিতল; জানুদ্বয়ে সুতল; জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল; গুল্‌ফদ্বয়ে মহাতল; চরণযুগলের অগ্রভাগে রসাতল এবং পাদতলে পাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই পুরুষ এই প্রকারেই লোকময়। অথবা এই প্রকারেও লোক কল্পনা করা যাইতে পারে;—যথা তাঁহার পদদ্বয় হইতে ভূর্লোক, নাভি হইতে ভুবর্লোক, এবং মস্তক হইতে স্বর্গলোক উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, সেই হরির মুখ আমাদিগের বাগিন্দ্রিয় এবং অগ্নির উৎপত্তি স্থান। এই রূপ তাঁহার ত্বক্ প্রভৃতি সপ্ত ধাতু বেদের; জিহ্বা হব্য * কব্য † অমৃত ‡ ও সর্ব্ব রসের;

---

* দেবতাদিগের খাদ্য। † পিতৃদিগের খাদ্য। ‡ মনুষ্যদিগের খাদ্য।

দুই নাসারন্ধ্র আমাদিগের প্রাণ ও বায়ুর; ঘ্রাণেন্দ্রিয় অশ্বিনীর কুমারদ্বয়, অন্তরীক্ষ ও সামান্যাসামান্য গন্ধের; চক্ষু রূপ ও তেজের; চক্ষুর্গোলক * স্বর্গ ও সূর্য্যের; কর্ণদ্বয় দিক্ ও তীর্থ সকলের; শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশ ও শব্দের; গাত্র যাবতীয় সামগ্রীর সারভাগ ও সৌভাগ্যের; ত্বক্ স্পর্শ, বায়ু ও যজ্ঞের; রোমরাজী যজ্ঞের সম্পূর্ণ-সাধন-ভূত বৃক্ষগণের; কেশ মেঘের; শ্মশ্রু বিদ্যুতের; নখ শিলা ও লৌহের; বাহু মঙ্গলকর্ম্মা লোকপালদিগের; এবং পদক্ষেপ ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক; রক্ষা; অভয়; নিখিল কাম ও যাবতীয় বরের উৎপত্তি-স্থান। অপর, তাঁহার শিশ্ন জল, শুক্র, সৃষ্টি, মেঘ ও প্রজাপতির; এবং উপস্থেন্দ্রিয় সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত সম্ভোগ-জন্য নির্বৃতির আস্পদ। নারদ! তাঁহার গুহ্যেন্দ্রিয় যম, মিত্র ও পুরীষত্যাগের এবং তাঁহার গুহ্যদেশ হিংসা, অলক্ষ্মী, মৃত্যু ও নরকের উৎপত্তি-স্থান। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পরাভব, অধর্ম্ম ও অজ্ঞানের; তাঁহার নাড়ী সকল নদীদিগের; তাঁহার অস্থিসমূহ পর্ব্বতগণের; তাঁহার উদর অন্নাদি প্রধান প্রধান রসসাগর ও ভূত সকলের; এবং তাঁহার হৃদয় আমাদিগের সূক্ষ্ম শরীরের আস্পদ-স্বরূপ। সেই পরমাত্মা ধর্ম্মের, আমার, তোমার পুত্র সনকাদির, শ্রীরুদ্রের, বিজ্ঞানের ও সত্বের পরম পদ। আমি, তুমি, রুদ্র, সনক ও মরীচি আদি অগ্রজ মুনিগণ, সুর, অসুর, নর, নাগ, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষঃ, রক্ষঃ, ভূতগণ, উরগ, পশু, পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষ, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, ধূম-

* চক্ষুর তারা।

কেতু, মেঘ এবং অন্যান্য জল, স্থল বা আকাশবাসী যে সমস্ত জীব জন্তু আছে সে সমুদায়ই সেই পুরুষ। তিনিই ভূত, তিনিই বর্ত্তমান এবং তিনিই ভবিষ্যৎ। তিনি নিজে দশাঙ্গুলি-পরিমিত বটেন; কিন্তু এই বিশ্ব আচ্ছাদন করিয়া আছেন। যে রূপ সূর্য্য আপন মণ্ডল প্রকাশ করিয়া তদ্বহিঃস্থিত বস্তুকেও প্রকাশ করে, সেই রূপ সেই পুরুষ বিরাট্ দেহ প্রকাশ করিয়া তাহার মধ্যে ও বহির্ভাগে এই বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অমৃত * ও অভয়ের অধীশ্বর; কারণ তিনি মৃত্যুর কারণভূত কর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই রূপই অপার মহিমা। † ভূরাদি লোক তাঁহার অংশ; অতএব শ্রুতি আছে নিখিল লোক তাঁহার পদে অবস্থিত। তিনি ত্রিলোকের মস্তক-স্বরূপ মহর্লোকের ঊর্দ্ধবর্ত্তি লোকত্রয়ে অমৃত; ক্ষেম ‡ এবং অভয় নিক্ষেপ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণ পুত্রাদিরূপে আর জন্ম গ্রহণ করেন না। অতএব ইঁহাদিগের আশ্রম ত্রিলোকের বহির্ভাগে অবস্থিত। কিন্তু গৃহিগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করেন না; এ জন্য তাঁহাদিগের আশ্রম উহার অন্তর্বর্ত্তী। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বতঃ-সঞ্চারী বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ভোগ এবং মুক্তি লাভের সাধন-ভূত উভয় পথে বিচরণ করেন; অতএব অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ই তাঁহাকে আশ্রয় করে। তাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড এবং ভূত; ইন্দ্রিয়, ও গুণা-

* অর্থাৎ মৃত্যুরাহিত্য,—অর্থাৎ তাঁহার নিজের আনন্দ।

† অর্থাৎ তিনি যে এই প্রপঞ্চাত্মক হইয়াও মরণ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, সে তাঁহার মহিমা, আমরা তাহা বুঝিতে, পারি না।

‡ মঙ্গল।

ত্মক বিরাট্ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু যে রূপ সূর্য্যকিরণ দ্বারা পৃথিবীকে কেবল তাপমাত্র দান করিয়া তাহাকে অতিক্রম করেন, সেই রূপ তিনিও ঐ বিশ্ব এবং বিরাট্ দেহ, উভয় হইতেই পৃথক্। আমি সেই মহাত্মার নাভিরূঢ়-পঙ্কজগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যজ্ঞ-সাধন সামগ্রী সকল তাঁহার অঙ্গ হইতে ভিন্ন বলিয়া আমার জ্ঞান ছিল না। পশু, বনস্পতি, কুশ, যজ্ঞ-ভূমি, বসন্তাদি কাল; যবাদি ওষধি; ঘৃত প্রভৃতি স্নেহসামগ্রী; মধুরাদি রস; সুবর্ণাদি ধাতু; মৃত্তিকা; জল; ঋক্; যজুঃ; সাম; হোত্রাদি কর্ম্ম; জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের-নাম সমূহ; স্বাহা প্রভৃতি মন্ত্র; দক্ষিণা; ব্রত; দেবতাদিগের অনুক্রম; কল্প * সঙ্কল্প, তন্ত্র †; গতি ‡; মতি §; প্রায়শ্চিত্ত ও আচরিত কার্য্যের ভগবানে সমর্পণ; এই যজ্ঞ-সাধন সামগ্রী সকল পৃথক্ পৃথক্ থাকিতেও আমি তাঁহার অঙ্গ দ্বারাই সমস্ত আহরণ করিয়া ছিলাম।

এই রূপে তাঁহার অঙ্গ হইতে যজ্ঞ-সামগ্রী আহরণ করিয়া আমি পশ্চাৎ সেই যজ্ঞ দ্বারাই যজ্ঞরূপী পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজ্ঞ করিয়াছিলাম। অবশেষে তোমার ভ্রাতৃগণ এই নয় প্রজাপতি; মনুগণ; অপরাপর ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবতাগণ, দৈত্যগণ ও মনুষ্যগণ আপন আপন অবসর-ক্রমে ব্রতধারণ করিয়া ব্যক্ত ¶ অথচ অব্যক্ত || পুরুষের যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এই বিশ্ব সেই ভগবান্ নারায়ণে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি

---

* বৌধায়ন—বোধনসম্বন্ধীয় কার্য্য। † অনুষ্ঠানের প্রকার—রকম।

‡ বিষ্ণু, ধ্রুব প্রভৃতি। § দেবতার ধ্যান।

¶ ইন্দ্রাদিরূপে প্রকাশমান। || আত্মস্বরূপে প্রকাশমান।

নির্গুণ ; কিন্তু সৃষ্টির সময় মায়ার সংসর্গে মহৎ মহৎ গুণ গ্রহণ করেন।

আমি তাঁহার নিদেশবর্ত্তী হইয়াই সৃষ্টি করিতেছি। মহাদেবও তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই সংহারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন। ভগবান্ এই প্রকারেই তিন শক্তি অবলম্বন করিয়া আছেন।

তাত! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে আমি তাহা তোমাকে এই বলিলাম। কার্য্য-কারণ-ময় যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

নারদ! আমি উদ্রিক্ত*-ভক্তি-সহকারে হরিকে অন্তঃকরণে ধ্যান করিয়া থাকি ; সেই জন্যই আমার বাক্য কখন মিথ্যা দেখিতে পাও না ; আমার মনের গতিও কখন মিথ্যা হয় না ; এবং আমার ইন্দ্রিয়বর্গ কখন কুপথে গমন করে না।

আমি বেদময় ও তপোময়। প্রজাপতিরাও আমাকে তাঁহাদিগের অধীশ্বর বলিয়া পূজা করেন। আমি মনোযোগ সহকারে যোগ অবলম্বন করিয়াও আছি ; তথাপি যাঁহা হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না। আকাশ যে রূপ নিজে তাহার অন্ত জানিতে পারে না ; সেই রূপ ভগবান্ আপনিই আপনার মায়ার অবধি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন না ; অন্য দেবতার ত কথাই নাই। অতএব আমি তাঁহার চরণে নমস্কার করি। জীব তাঁহার চরণের শরণ লইয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়। নিখিল মঙ্গলের নিধানভূত তাঁহার সেই চরণ স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ। যখন রুদ্র, তোমরা ও

---

* উচ্ছ্বলিত। উথলিয়া পড়া বাং।

আমি তাঁহার স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারি নাই, তখন অন্য দেবতারা কি রূপে পারিবেন? আমরা তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে বলিতেছি, এই বিশ্ব তাঁহার মায়া দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা তাঁহার কর্ম্ম ও অবতার কীর্ত্তন করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাঁহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারি না। অতএব সেই ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি।

সেই জন্মরহিত আদিপুরুষ কল্পে কল্পে আপনিই আপনা দ্বারা আপনাকে আপনাতে সৃজন ও পালন করিতেছেন।* তিনি বিশুদ্ধ† নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানময়; সকলের অন্তর্যামী; সন্দেহরহিত; সুস্থির‡; সত্য; পূর্ণ; জন্ম-নাশ-রহিত; নিপুণ এবং নিত্য§ অদ্বয়। ঋষে! যখন মুনিদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নির্ম্মল হয়, তখনই তাঁহারা তাঁহাকে ঐ রূপে জানিতে পারেন। কিন্তু কুতর্ক দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেই তাঁহার ঐ রূপ তিরোহিত হয়।

যে পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক¶ তিনিই ভগবানের প্রথম অবতার। তদ্ভিন্ন অদৃষ্ট; স্বভাব, কার্য্য ও কারণরূপা প্রকৃতি,

* অর্থাৎ তিনি আপনিই কর্ত্তা; আপনিই অধিকরণ (যাহাতে কোন কার্য্য করা যায়;) আপনিই সাধন; (যাহা দ্বারা কোন কার্য্য করা যায়) এবং আপনিই কর্ম্ম——কার্য্য।

† বিষয়াকারশূন্য।

‡ অর্থাৎ তিনি নির্গুণ বলিয়া গুণক্ষোভ বশতঃ তাঁহার চাঞ্চল্য নাই।

§ অর্থাৎ দ্বৈতরূপে যখন প্রতীত হন, তখনও।

¶ সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের আদিকারণ। পুরুষ সাক্ষীস্বরূপ; অর্থাৎ নিজে কোন কার্য্য করেন না; কিন্তু প্রকৃতিকে কার্য্যে নিয়োগ করেন। প্রকৃতি তাঁহার আদেশেই সমুদায় কার্য্য করেন।

মন,[১] মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব,[২] গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টিভূত বিরাট্ শরীর, বৈরাজ[৩] পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম, আমি, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতিগণ, অন্যান্য দেবর্ষিগণ, স্বর্লোক-পাল; খলোক[৪]-পাল, মনুষ্য-লোক[৫]-পাল, পাতালাদি-লোক-পাল, গন্ধর্ব্বপতি, বিদ্যাধরপতি, চারণপতি, যক্ষঃপতি, রক্ষঃপতি, উরগপতি, নাগপতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, পিতৃশ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর, দানবেন্দ্র, প্রেতনাথ, পিশাচনাথ, ভূতনাথ, কুষ্মাণ্ড[৬]-নাথ, যাদো[৭]নাথ, মৃগরাজ, পক্ষিরাজ এবং লোকে যে কিছু ঐশ্বর্য্যশালী, তেজঃশালী, ইন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন, মনঃশক্তি-সম্পন্ন, বলবান্, ক্ষমাবান্, শোভাশালী, সম্পত্তিশালী, লজ্জাশালী, বুদ্ধিমান, অদ্ভুত-বর্ণ-সম্পন্ন, রূপসম্পন্ন ও বিরূপাকৃতি; সে সকলই সেই ভগবানের অবতার অথবা বিভূতি[৮]।

নারদ! সেই নানারূপী পুরুষের অন্যান্য যে সকল লীলাবতার আছে তাহা শ্রবণ করিলে কর্ণের মলা[৯] নষ্ট হয়। আমি সেই সকল অতিসুন্দর অবতার কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি। কর্ণপুটে করিয়া পান কর।

পুরুষের বিভূতি-বর্ণন-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব। সাংখ্যমতে প্রকৃতির প্রথম বিকার।
২ প্রকৃতির আর এক বিকার।
৩ অর্থাৎ স্বরাট্ অর্থাৎ আপনার রূপে প্রকাশমান।
৪ আকাশ। ৫ পৃথিবী। ৬ মহাদেবের গণবিশেষ।
৭ যাদ—মকরকুম্ভীর প্রভৃতি। ৮ ঐশ্বর্য্য।
৯ অর্থাৎ অসৎ কথা শুনিয়া কর্ণের যে মালিন্য জন্মিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, সেই অনন্ত পুরুষ পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব-যজ্ঞময় বরাহ-দেহ ধারণ করিয়া সাগর-গর্ভে আদি-দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দেখিতে পান এবং ইন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় দংষ্ট্রা দ্বারা তাঁহার দেহ বিদারণ করেন।

তিনি রুচির* ঔরসে এবং আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে জন্ম গ্রহণ করিয়া দক্ষিণার উদরে সুযম প্রভৃতি অমরশ্রেষ্ঠদিগকে উৎপাদন করেন। অনন্তর যখন ত্রিলোকের মহতী পীড়া হরণ করেন† স্বায়ম্ভুব মনু ‡ তখন তাঁহারই নাম "হরি" রাখেন।

দ্বিজ! তিনি কর্দ্দম প্রজাপতির গৃহে দেবহূতীর গর্ভে নয় ভগিনীর সহিত জন্ম গ্রহণ করেন এবং আপনার জননীকে ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ দেন। তাহাতেই তাঁহার মালিন্যের হেতুভূত গুণ-সঙ্গরূপ পঙ্ক এই জন্মেই ধৌত হইয়া যায়, সুতরাং তিনি মুক্তি লাভ করেন।

অত্রি সেই ভগবান্‌কে পুত্র প্রার্থনা করেন। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আমাকেই দান করিলাম" ¶ সেই জন্য তাঁহার নাম "দত্ত" হইল। যদু ও হৈহয় প্রভৃতি সকলে তাঁহার চরণপঙ্কজের পরাগরেণু দ্বারা দেহ পবিত্র করিয়া ভোগ এবং মুক্তিরূপা যোগসমৃদ্ধি লাভ করেন।

* এক জন প্রজাপতি। † ইন্দ্ররূপে।

‡ সুযজ্ঞের মাতামহ। § দত্তাত্রেয় অবতার কহিতেছেন।

¶ অর্থাৎ তোমার পুত্ররূপে—অর্থাৎ আমিই তোমার পুত্র হইব।

আমি বিবিধ লোক সৃষ্টি করিবার জন্য পূর্ব্বে যে "সন" অর্থাৎ "অখণ্ডিত" তপস্যা করি, ভগবান্ তাহা হইতে চারি "সন" রূপে উৎপন্ন হন,[১] এবং পূর্ব্বকল্পের প্রলয়-সময়ে যে আত্ম-তত্ব নষ্ট হয়, তিনি তাহাই ঐ সকল ঋষিদিগকে উপদেশ দেন। ঋষিগণ কথিত-মাত্রই সেই আত্মজ্ঞান হৃদয়ে দর্শন করেন।

ঈশ্বর দক্ষের দুহিতা ও ধর্ম্মের ভার্য্যা মূর্ত্তির উদরে অসাধারণ-প্রভাব-সম্পন্ন নরনারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হন। তখন অনঙ্গের সেনা-স্বরূপ অপ্সরোগণ তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে আগমন করে; কিন্তু তাহাদিগের আপনাদিগকে তাঁহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়।[২] রুদ্রাদি কৃতিকুশলেরা মদনকে ক্রোধ-দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু ক্রোধকে দগ্ধ করিতে পারেন না। ক্রোধই অসহ্য রূপে তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু সেই ক্রোধ তাঁহার নির্ম্মল মনে প্রবেশ করিয়া ভীত হয়; অতএব কাম আর কি রূপে তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিবে?

ধ্রুব রাজা উত্তানপাদের সমক্ষে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বাল্যকালেই তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর নারায়ণ তাঁহার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ধ্রুবলোক দান করেন। সপ্ত দেবর্ষিগণ সেই উপরিস্থ ধ্রুবলোকের স্তব করিয়া থাকেন।[৩]

---

১ সনৎকুমার; সনক; সনন্দ; ও সনাতন।

২ অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতিরূপ উর্ব্বশী প্রভৃতিকে। উর্ব্বশী নারায়ণের উরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩ ইহার তাৎপর্য্য এই—নারায়ণের এইরূপ চরিত্র দ্বারা বোধ হইতেছে যে ধ্রুব তাঁহার একটী অবতার।

বেণ রাজা উৎপথ-গামী হইয়াছিলেন [১] বলিয়া ব্রহ্মশাপ রূপ বজ্রে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও পৌরুষ দগ্ধ হয়; এবং তিনি নরকে গমন করেন। নারায়ণ ঋষিদিগের প্রার্থনায় তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করত "পুত্র" শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করেন।[২] এই অবতারে তিনি পৃথিবী হইতে অশেষ রত্নও দোহন করিয়াছিলেন।

নারায়ণ নাভির ভার্য্যা সুদেবীর [৩] গর্ভে ঋষভরূপে অবতীর্ণ হন এবং স্বস্থ,[৪] শান্তেন্দ্রিয়, বিষয়াসক্তি-শূন্য, সুতরাং জড়ের ন্যায় হইয়া ঋষিগণ যাহাকে পারমহংস্য পদ বলিয়া থাকেন, তাহাই চিন্তা করেন।

অনন্তর যখন আমি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন এই ভগবানই অশ্ব-মস্তক ধারণ করিয়া [৫] অবতীর্ণ হন, এবং স্বর্ণ-বর্ণ; বেদময়; যজ্ঞময়; ও নিখিল-দেবময় হইয়া প্রকাশ পান। এই অবতারে তাঁহার নাশারন্ধ্র হইতে মনোহর বেদবাক্য উৎপন্ন হয়।

মনু যুগের অন্ত-সময়ে তাঁহাকে পৃথিবীময় [৬] সুতরাং জীবসমূহের আশ্রয়-ভূত মৎস্য রূপে দর্শন করেন। তখন প্রলয় উপস্থিত দেখিয়া ভয়ে আমার মুখ হইতে বেদবাণী ভ্রষ্ট হয়। মৎস্য সেই বেদবাণী লইয়া সলিল-গর্ভে ক্রীড়া করেন।

---

১ অর্থাৎ সৎপথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

২ সন্তান "পুন্নাম" নরক হইতে পিতৃদিগকে ত্রাণ করে বলিয়াই তাহার নাম "পুত্র"।

৩ তাহার আর একটী নাম মেরুদেবী।

৪ অর্থাৎ আপনার স্বরূপে অবস্থিত—অর্থাৎ আপনার ধ্যানেই নিমগ্ন।

৫ তাঁহার এই অবতারের নাম 'হয়গ্রীব অবতার'।

৬ অর্থাৎ পৃথিবীর আশ্রয়।

দেব ও দানবগণ অমৃত-প্রাপ্তির নিমিত্ত ক্ষীর-সমুদ্রে মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর সেই আদিদেব কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে করিয়া মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। তখন সেই পর্ব্বতের ঘর্ষণ-জন্য-কণ্ডূতি-সুখে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইয়াছিল।

দেবতাদিগের ভয়ভঞ্জন ভগবান্ অবশেষে বরাহরূপ ধারণ করিয়া, গদা-হস্তে ধাবমান দৈত্যেন্দ্র কশিপুকে নিমেষমাত্রেই নখ দ্বারা বিদারণ করিয়াছিলেন। এই অবতারে তাঁহার মুখ ঘূর্ণমান ভ্রূকুটী ও দংষ্ট্রা দ্বারা দেখিতে অতি ভঙ্করহইয়াছিল।

একদা জল-মধ্যে এক বলশালী কুম্ভীর আসিয়া এক গজযূথ-পতির পাদদেশে ধারণ করে। তাহাতে সে ব্যথিত হইয়া "হে কমলহস্ত!" "হে আদিপুরুষ!" "হে অখিললোক-নাথ!" "হে পবিত্রনামন্!" "হে পাবন-যশস্বিন্!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন চক্রায়ুধ হরি তাহাকে শরণাগত জানিয়া কৃপাবশে গরুড়বাহনে আগমন করত চক্রাঘাতে সেই কুম্ভীরকে বধ করিয়া শুণ্ড ধারণ পূর্ব্বক হস্তীকে উদ্ধার করেন।

ঈশ্বর অদিতির কনিষ্ঠ পুত্র বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বয়সে অন্যান্য ভ্রাতাদিগের কনিষ্ঠ ছিলেন বটে; কিন্তু গুণে সকলেরই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কারণ তিনি পদ দ্বারা এই ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই অবতারে তিনি বলির যজ্ঞে ত্রিপাদচ্ছলে পৃথিবী গ্রহণ করেন। ভগবান্ সকলেরই প্রভু বটেন; কিন্তু ধর্ম্ম-পথে অবস্থিত ব্যক্তিদিগকে বিনা যাচ্ঞায় ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করা উচিত হয় না, বলিয়াই তিনি বলির নিকট যাচ্ঞা করেন। নারদ! যে বলি মহাপুরুষের পাদ-প্রক্ষালন-জল মস্তকে ধারণ করিল; এবং যে প্রতিজ্ঞা

অন্যথা না করিয়া তাঁহাকে আপনাকেও (আপনার মস্তকও)[১] দান করিতে মনে মনে স্থির করিল, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করিয়া তাঁহার আর অধিক কি পুরুষার্থ[২] সিদ্ধ হইবে?

নারদ! নারায়ণের প্রতি তোমার ভক্তি সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া উঠিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যোগ এবং আত্ম-তত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভক্তগণ বাসুদেবের শরণাগত না হইলে ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না।[৩]

ভগবান্ ত্রিলোকের উপরিস্থ সত্যলোকে আপনার মনো-হারিণী কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া মনুর বংশধর রূপে[৪] উৎপন্ন হইয়া আপন-তেজো-রূপ সুদর্শন চক্র ধারণ করত দুষ্ট রাজা-দিগের দণ্ড বিধান করেন।

কীর্ত্তি-স্বরূপ[৫] ভগবান্ লোকে ধন্বন্তরি রূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনার নাম দ্বারাই উৎকট-পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে নিরা-ময় করিতেছেন। সেই জীবন-দাতা এই অবতারেই যজ্ঞের ভাগ (যাহা পূর্ব্বে দৈত্যেরা অপহরণ করিয়াছিল) পুনর্বার লাভ এবং আয়ুর্বেদ অনুশাসন করিতেছেন।

ক্ষত্রিয়েরা বেদমার্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর বোধ হইল যেন, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক

---

১ তাঁহার তৃতীয় পদের জন্য; কারণ তিনি দুই পদে পৃথিবী ও স্বর্গ আক্রমণ করেন।

২ ধর্ম্ম; অর্থ; কাম ও মোক্ষ; এই চতুষ্টয়ের নাম 'পুরুষার্থ' এ স্থলে কাম—অভিলাষ—লাভ—বাসনা।

৩ ভগবানের এই অবতারের নাম হংসাবতার।

৪ তাঁহার এই অবতারের নাম 'মন্বন্তরাবতার'।

৫ অর্থাৎ—তাঁহার কীর্ত্তির ইয়ত্তা নাই।

নরক প্রার্থনা করিতেছে। বিধাতা যেন জগতের নাশ করিবার নিমিত্তই তাহাদিগকে এতাদৃশ বর্দ্ধিত করিলেন। সেই হেতু ভগবান্ দুঃসহবীর্য্য পরশুরামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শাণিতপরশু দ্বারা একবিংশতি বার পৃথিবীর সেই কণ্টক উদ্ধার করিলেন।

সেই মায়েশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া অংশে অংশে[১] ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করত পিতার আজ্ঞাক্রমে দয়িতা ও ভ্রাতার সহিত বনে গমন করিবেন। রাবণ বনমধ্যে তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া বিনষ্ট হইবে। পূর্ব্বে মহাদেব যেরূপ ত্রিপুর দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র সেইরূপ শত্রু-পুরী[২] দগ্ধ করিতে উদ্যত হইবেন। দূরবর্ত্তী সখার[৩] নিমিত্ত ক্রোধে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে। তাহাতে সাগর-বিহারী মকর, উরগ, ও নক্র[৪] সমূহ দগ্ধ হইতে থাকিবে। তাহা দেখিয়া সমুদ্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে পথ প্রদান করিবেন। রাবণের বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের দন্ত চূর্ণীকৃত ও দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। তাহাতে দিক্ সকল শুভ্রবর্ণ হইয়া উঠিবে। সেই সকল দিক্ জয় করিয়া গর্ব্ববশতঃ রাবণের হাস্য জন্মিবে। তখন রাম যুদ্ধস্থলে নিজ ও পরসৈন্যের মধ্যে বিচরণকারী সেই দারাপহারীর সেই হাস্য শরাসনের টঙ্কারদ্বারাই প্রাণের সহিত হরণ করিবেন।

অনন্তর দুর্বোধ-গতি ভগবান্ অসুরাবতার রাজাদিগের সেনাদ্বারা বিমর্দ্দিত পৃথিবীর ক্লেশ-হরণের নিমিত্ত রামকৃষ্ণরূপে শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ ধারণ করত অবতীর্ণ হইয়া আপন-মহিমা-

১ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপে। ২ লঙ্কা। ৩ সীতার।
৪ কুম্ভীরাদি জলবিহারী হিংস্রক পশু।

ব্যঞ্জক[১] নানা কার্য্য করিবেন। দেখ, বাল্যকালে পূতনার জীবন-হরণ ; তিন মাস বয়ঃক্রমসময়ে পদাঘাতে শকটাসুর-নিধন ; এবং জানুদ্বারা চলিতে চলিতে মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া দুই গগনস্পর্শী অর্জ্জুন–বৃক্ষের উন্মূলন; এ সকল কার্য্য ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাতেও সম্ভব হয় না। অপর, গোষ্ঠে গাভী ও গোপালগণ যমুনার বিষ-মিশ্রিত বারি পান করিয়া বিচেতন হইলে কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্বার জীবিত করা এবং সেই নদীজলের বিশুদ্ধি[২] সম্পাদনের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিয়া সাতিশয়-বিষ-প্রভাবে লোলজিহ্ব কালীয় সর্পকে সংহার করা, অন্য কোন্ ব্যক্তিতেই বা সম্ভব হইতে পারে ? কালীয়-দমনের রাত্রিতে ব্রজবালকেরা আপন আপন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রাগত হইলে পর গ্রীষ্মকালীন পরিশুষ্ক অটবী দাবাগ্নি-প্রভাবে জ্বলিয়া উঠিবে; সুতরাং বালক-দিগের প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইবে। তখন অচিন্ত্য-বীর্য্য শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। এই কার্য্যটীও লৌকিক নয়। তাঁহার জননী যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য যত রজ্জু গ্রহণ করিতে থাকিবেন, সে সমু-দায়েই তাঁহাকে বন্ধন করিতে সমর্থ হইবেন না। অনন্তর গোপিনী তাঁহার বিজৃম্ভিত[৩] বদনোদরে ত্রিভুবন নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিবেন। ইহাও লৌকিক নহে। তিনি বরুণের শাপভয় হইতে নন্দকে মুক্ত করিবেন। ময়সূনু (ব্যোম) ব্রজবালকদিগকে হরণ করিয়া এক বিলমধ্যে গোপন করিয়া রাখিলে তাঁহাদিগেকে

---

১ প্রকাশক। ২ বিষশূন্যতা। ৩ হাইতোলা।

সেই স্থান হইতে মুক্ত করিবেন; এবং যে গোপসকল কেবল দিবাভাগে আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত এবং নিশাকালে নিদ্রায় অভিভূত থাকিত তাহাদিগকে বৈকুণ্ঠে স্থান দান করিবেন। ইহাও অতি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক। তাঁহার সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গোপগণ যজ্ঞের অনিষ্ট করিলে পর দেবরাজ ইন্দ্র সপ্ত দিন বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবেন। তখন তিনি দয়াবশে পশুদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছত্রাকের[১] ন্যায় বামকরে গোবর্দ্ধন অনায়াসে ধারণ করিবেন। এই কার্য্যও লৌকিক নহে। তিনি রাসলীলায় অভিলাষী হইয়া নিশাকর-কিরণে ধবলীকৃত নিশি-ভাগে কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সুদীর্ঘ আলাপ সহকারে অতি সুললিত সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তজ্জন্য মদন-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া গোপিনীরা (গৃহের বহির্গত হইলে) কুবেরানুচর শঙ্খচূড় তাঁহাদিগকে হরণ করিবেন। কৃষ্ণ সেই কারণে তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন। ইহাও অলৌকিক কার্য্য। বলরাম, অর্জ্জুন ও ভীম প্রভৃতি সেই কৃষ্ণের কপট-নামমাত্র। অতএব প্রলম্ব, খর, বক, কেশী, অরিষ্ট, মল্ল, কুবলয়াপীড়, যবন, কপি, পৌণ্ড্রক, সাল্ব, কুজ, দন্তবক্র, সপ্তোক্ষ, সম্বর, বিদূরথ, ও রুক্মি প্রভৃতি যে সকল দৈত্যগণ ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অতিশয় দর্প করিবে, এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, ও কেকয় প্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ থাকিবে, সে সকলেই সেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া, যাহা দর্শন করিবার তাহাদের কোন কালেই সম্ভাবনা ছিল না, সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। এই কার্য্যও লৌকিক নহে।

---

১ বেঙের ছাতা।

"অহো! যুগে যুগে কালবশে মনুষ্যদিগের বুদ্ধি সঙ্কুচিত এবং পরমায়ু অল্প হইয়া আসিতেছে; অতএব মৎকৃত বেদের পার গমন করা তাহাদিগের দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে।" এই ভাবিয়া সেই ভগবানই সত্যবতীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া[১] বেদতরুর শাখা বিভাগ করিবেন।

দেবদ্বেষি অসুরগণ উত্তম রূপে বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া ময়দানব কর্তৃক বিনির্মিত দুর্লক্ষবেগ[২] পুরী[৩] দ্বারা লোকদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে।[৪] তখন ভগবান্ সেই অসুরদিগের বুদ্ধির ভ্রম[৫] সাধন ও লোভ[৬] জনক বেশধারণ করিয়া তাহাদিগকে নানা উপধর্ম্মের উপদেশ দিবেন।

কলিযুগের অন্তে যখন সাধুদিগের আলয়েও আর হরিকথা হইবে না; যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যগণ নাস্তিক হইবে; যখন শূদ্রেরা রাজত্ব করিবে; এবং যখন স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার বাণী আর শুনা যাইবে না; ভগবান্ তখনই কলির শাসন করিবেন।[৭]

বৎস! সৃষ্টিকালে অস্মদাচরিত তপস্যা, আমি স্বয়ং ও নয় জন প্রজাপতি; স্থিতিসময়ে ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনু, দেবেশ ও অবনীশগণ; এবং সংহারকালে অধর্ম্ম, হর ও ক্রোধবশ উরগ প্রভৃতি দেবতাগণ সকলেই সেই বহুশক্তিধারী ভগবানের বিভূতি।

১ ব্যাসরূপে। ২ যাহার বেগ দর্শন করা যায় না।

৩ বেলুনের ন্যায় কোন আকাশযান।

৪ সমুদায়ের অর্থ এই—তাঁহারা ক্ষিপ্রগামী ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া মনুষ্যদিগকে সংহার করিবে।

৫ অর্থাৎ যে বিষয় চিন্তা করা উচিত তাহা পরিত্যাগ করা।

৬ অর্থাৎ যে বিষয় চিন্তা করা উচিত নহে তাহাই চিন্তা করা।

৭ কল্কিরূপে।

নারদ! বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে কোন্ ব্যক্তির ক্ষমতা আছে? যিনি পৃথিবীর পরমাণু গণনা করিয়াছেন তিনিও কি তাহা গণনা করিতে পারেন? বিষ্ণু এক সময় আপনার প্রতিঘাত-শূন্য [১] চরণ-বেগে গুণত্রয়ের ঐক্যরূপ অধিষ্ঠান [২] কম্পিত করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং সত্যলোকও কম্পিত হইয়াছিল। সেই হেতু তিনি উহাকে ধারণ করিয়াছিলেন। তোমার অগ্রজ এই সকল মুনিগণ [৩] ও আমি সেই মায়াবল পুরুষের অন্ত জানিতে পারি নাই। অতএব যাঁহারা পশ্চাৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কি রূপে জানিতে পারিবেন? আদিদেব অনন্ত সহস্র বদনে তাঁহার গুণ গান করিয়াও অদ্যাপি অন্ত পাইতে পারেন নাই।

ভগবান্ যাঁহাদিগের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারা যদি অকপটে ও একমনে তাঁহার চরণে আশ্রয় লন, তাহা হইলে তাঁহারা অতিদুস্তর দেবমায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। কুক্কুর এবং শৃগালগণের আহার-ভূত এই দেহে "আমি" ও "আমার" বলিয়া তাঁহাদিগের আর অভিমান থাকে না। আমি, সনকাদি তোমরা, ভগবান্ ভব, দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, মনুর পত্নী, মনু স্বয়ং, মনুর পুত্রদ্বয় ও কন্যাগণ; প্রাচীনবর্হি; ঋভু; রঙ্গ; উতধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, অম্বরীষ, সগর, গয়, নহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, দেবব্রত, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্প-

---

১ অর্থাৎ যাহা অন্য বস্তুতে আহত হইয়া নিবৃত্ত হয় না।

২ অধিষ্ঠান—অর্থাৎ স্থান—'গুণত্রয়ের ঐক্যরূপ'—অর্থাৎ প্রধান অবধি সমুদায় লোক।

৩ প্রজাপতিগণ।

লাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিসেন এবং বিভীষণ, হনূমান্, শুক, অর্জ্জুন, আর্ষ্টিষেণ, বিদুর ও শ্রুতদেব প্রভৃতি অন্যান্য মহাত্মগণ তাঁহার যোগমায়া জ্ঞাত আছেন।[১] অন্য কি, স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ও অন্যান্য যে কেহ পাপজীবি-অসভ্য-জাতি আছে তাহারাও সেই আশ্চর্য্য-বিক্রমের ভক্ত হইলে এবং সাধুচরিত্র শিক্ষা করিলে দেবমায়া বুঝিতে এবং তাহা হইতে মুক্তও হইতে পারে। অতএব যাঁহারা মনঃ-সংযোগ করিয়া ভগবানের রূপ ভাবনা করেন তাঁহারা যে তাহা জানিতে ও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতে আর অন্যথা কি? মুনিগণ যাঁহাকে সতত-প্রশান্ত, নিত্যসুখ-ময়, শোকরহিত, ভয়শূন্য,[২] জ্ঞানস্বরূপ, নির্ম্মল, বিষয়েন্দ্রিয়-সঙ্গশূন্য ও পরমার্থতত্ত্ব কহিয়া থাকেন; যাঁহাকে কোন শব্দদ্বারা জানিতে পারা যায় না; যাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্বিধ ক্রিয়াফল নাই; এবং মায়া যাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়; তিনিই ভগবানের স্বরূপ। যেরূপ দরিদ্র খনক সমৃদ্ধিশালী হইয়া খনন-সাধন খনিত্র[৩] অগ্রাহ্য করিয়া পরিত্যাগ করে, সেই রূপ যত্নশীল যোগীরা সেই ভগবানে মনকে নিশ্চয়রূপে ধারণ করিতে পারিলে ভেদ-ভ্রম-নিরাসক জ্ঞানকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন[৪]। অপর, সেই

---

১ ইহার তাৎপর্য্য এই—যদিও ভগবানের অন্তজ্ঞান আমাদিগের নাই, তথাপি তাঁহার কৃপায় এই প্রপঞ্চ সমুদায় মায়া বলিয়া অনেকেরই জ্ঞান আছে।

২ অর্থাৎ—ভেদজ্ঞান-শূন্য।

৩ খোনতা। বাং।

৪ ইহার তাৎপর্য্য এই—ভগবানে মন সংযত করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলে মনুষ্যদিগের আর কোন কার্য্যই থাকে না। অর্থাৎ—তাঁহাদিগের সমুদায় কর্ম্মই নষ্ট হয়।

ভগবানই সর্ব্ব ফলের দাতা। কারণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মনুষ্যগণ যে সকল শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, প্রসিদ্ধ আছে ইনি সে সকলেরই প্রবর্ত্তক। আপনার উপাদান-ভূত সকলের বিনাশ-জন্য দেহ বিশ্লিষ্ট হইলেও যেরূপ সেই দেহ-মধ্য-বর্ত্তী আত্মা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মারূপী সেই পুরুষও ঐ দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হন না; কারণ তাঁহার জন্ম নাই।[১] তাত! আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট সেই ভগবান্‌কে এই বর্ণন করিলাম। কার্য্য ও কারণরূপ যাবতীয় বস্তুই সেই কারণ-রূপী হরি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভগবান্ আমাকে যে এই সমস্ত কহিয়াছিলেন, ইহারই নাম ভাগবত। এই ভাগবত তাঁহার বিভূতির সংগ্রহ-স্বরূপ। তুমি ইহাকে বিস্তার কর; অর্থাৎ যে রূপে সর্ব্বাত্মা অখিলাধার ভগবান্ হরিতে মনুষ্যদিগের ভক্তি জন্মিতে পারে, তুমি বিবেচনা করিয়া সেই রূপে এই ভাগবত বর্ণন কর। যিনি ঈশ্বরের মায়া বর্ণন করেন; যিনি তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন; এবং যিনি শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের আত্মা মায়ায় মুগ্ধ হন না।

ব্রহ্মা ও নারদের কথোপকথন-নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ ইহার তাৎপর্য্য এই—কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে, কর্ম্মকর্ত্তা মৃত হইলে তাঁহার আর স্বর্গাদি সম্ভোগ কি রূপে হইতে পারিবে? তাহার উত্তর এই যে দেহান্তর্বর্ত্তী আত্মা দেহের সঙ্গে নষ্ট হন না, কারণ তিনি দেহের সঙ্গে উৎপন্ন হন নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে তত্ত্বজ্ঞচূড়ামণে! দেবদর্শন [১] নারদ গুণাতীত ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা পাইয়া যাঁহাকে যাঁহাকে যে যে প্রকার তত্ত্ব কহিয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। অদ্ভুত-বীর্য্য হরির কথা লোকের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। হে মহাভাগ! আপনি হরি-কথা কহিতে থাকুন, শুনিয়া আমি বিষয়সঙ্গরহিত মনকে সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারিব। যে ব্যক্তি ভগবানের চরিত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, অথবা যিনি গান করেন, ভগবান্ অবিলম্বেই তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট হন। যেমন শরৎকাল সমাগত হইয়া সলিলের মালিন্য দূর করে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ কর্ণবিবর দ্বারা সাধুদিগের হৃদয়কমলে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত মলাই পরিস্কৃত করেন। পথিক যেরূপ আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয় না, আত্মা ধৌত হইলে পর পুরুষ সেইরূপ কৃষ্ণের পাদমূল ত্যাগ করিতে বাসনা করেন না। ব্রহ্মন্! ভূতের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই; তথাপি যে ভূতের দ্বারা তাঁহার এই দেহের উৎপত্তি হইয়াছে সে কি তাঁহার আপনার ইচ্ছা? অথবা কোন কার্য্যের ফল? আপনি সে সমুদায় জ্ঞাত আছেন। যে পুরুষের নাভি হইতে লোকসৃষ্টির নিদানভূত পদ্ম উৎপন্ন হইয়া-

---

১ তিনি দেখিতে দেবতার ন্যায়।

ছিল, আপনি বলিলেন লৌকিক পুরুষ যেরূপ আপন পরিমাণোপযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধারণ করেন, সেইরূপ তিনিও স্বপরিমাণোপযুক্ত অবয়ব ধারণ করিয়া আছেন।[১] ভূতনিয়ন্তা ব্রহ্মা যাঁহার অনুগ্রহে ভূত সৃষ্টি করিতেছেন এবং যাঁহার নাভিতে উদ্ভূত হইয়া যাঁহার কৃপায় যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, সেই মায়েশ্বর ; বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসকর্ত্তা ; সর্ব্বগুহা[২]-শায়ী[৩] পুরুষ আপনার মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপ অবলম্বন করত যে স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, উহা আমার নিকট উল্লেখ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনি বলিলেন, এই পুরুষের অবয়ব দ্বারাই লোকপাল প্রভৃতি সমুদায় লোক সৃষ্টি হইয়াছে। আবার, (আপনার মুখেই) শুনিলাম দিক্‌পাল প্রভৃতি লোক দ্বারাই ইঁহার অবয়ব সৃষ্টি হইয়াছে। মহাকল্প এবং অবান্তর[৪] কল্পের পরিমাণ কি ? ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-শব্দবাচ্য কালেরই বা কি রূপে পরিমাণ করিতে হয় ? স্থূলদেহাভিমানি[৫]-দিগের পরমায়ুরই বা পরিমাণ কত ? কালের গতি কখন মহতী কখন বা অল্পীয়সী দেখিতে পাই কেন ? ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মলব্ধ স্থানসমূহের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ কি ? গুণত্রয়ের পরিণামস্বরূপ দেবাদিরূপ লাভ করিতে অভিলাষী জীবদিগের মধ্যে যে যে অবস্থায় যে প্রকারে কর্ম্ম-সমষ্টি প্রাপ্ত হয়, আপনি তাহা আমার নিকট

---

১ "তবে তাঁহাতে আর লৌকিক পুরুষে বিভেদ কি ?" প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই।
২ অর্থাৎ—সকলের অভ্যন্তর।
৩ অর্থাৎ—সর্ব্বান্তর্যামী।
৪ ন্যূন।
৫ অর্থাৎ—মনুষ্য, পিতৃগণ ও দেবতা।

কীর্ত্তন করুন।[১] পৃথিবী, পাতাল, দিক্, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র ও দ্বীপ এবং এই সকল স্থানবাসী প্রাণীদিগের কিপ্রকারে উৎপত্তি হইয়াছে? বাহ্য ও অভ্যন্তরভাগে ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ কত? মহতের চরিত্র কিরূপ? বর্ণ ও আশ্রম কি প্রকারে নির্দ্ধারণ করা যায়? যুগ কয়? যুগের পরিমাণই বা কত? যুগে যুগে ধর্ম্মই বা কিরূপ? হরির অত্যাশ্চর্য্য অবতার এবং কার্য্যই বা কি কি? মনুষ্যদিগের সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম কি? বর্ণ ও আশ্রমমতে তাহাদিগের যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে তাহাই বা কিরূপ? ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী, রাজর্ষি, ও বিপদে পতিত ব্যক্তিদিগেরই বা কি ধর্ম্ম? প্রকৃতি প্রভৃতির সংখ্যা কত? তাহাদিগের স্বরূপ ও লক্ষণই বা কি? দেবপূজার প্রকার কি? অষ্টাঙ্গযোগের বিধিই বা কিরূপ? যোগেশ্বরদিগের ঐশ্বর্য্যের গতি কি? কিরূপে যোগীদিগের সূক্ষ্ম[২] শরীরের লয় হয়? বেদ, উপবেদ,[৩] ধর্ম্মাধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণের গতিই বা কিরূপ? সর্ব্বভূতের অবান্তর[৪] প্রলয় কি রূপে হইয়া থাকে? স্থিতি ও মহাপ্রলয়ই বা কি প্রকারে হয়? ইষ্ট,[৫] পূর্ত্ত,[৬] অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম ও ধর্ম্মার্থকামের বিধি কি রূপ? লীনোপাধি জীবদিগের কি রূপে সৃষ্টি

---

১ অর্থাৎ—দেবাদিরূপ প্রাপ্ত হইতে হইলে কোন্ পুণ্য কার্য্য আচরণ করিতে হইবে? কি রূপেই বা আচরণ করিবে? যে করিবে সেই বা কিরূপ হইবে?

২ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বুদ্ধি ও মনোবিশিষ্ট; এবং অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে উৎপন্ন যে শরীর তাহারই নাম সূক্ষ্ম শরীর। তাহাই ভোগসাধন।

৩ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি। ৪ ক্ষুদ্র। ৫ বৈদিক কর্ম্ম—যাগাদি।

৬ স্মৃতিসম্মত কর্ম্ম—বাপী, কূপ ও তড়াগাদি খনন; দেবালয় নির্ম্মাণ; অন্নদান এবং আরাম গঠন।

হয়? নাস্তিকই বা কি প্রকারে জন্মে? আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ কি রূপে হইয়া থাকে? তিনি আপনার স্বরূপেই বা কি ভাবে অবস্থিতি করেন? স্বেচ্ছাধীন ভগবান্ আপনার মায়া দ্বারা কি রূপে ক্রীড়া করেন? কি প্রকারেই সেই মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রলয়কালে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিতি করেন? ভগবন্! আমি এই সমুদয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। মহামুনে! আপনি আমূলতঃ সমুদায় যথাবৎ কীর্ত্তন করিতে যোগ্য হইতেছেন। আত্মভূ ব্রহ্মার ন্যায় আপনি এই সকল বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ। অন্য মুনিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই কহিয়া থাকেন। ব্রহ্মন্! উপবাস ও ব্রহ্মশাপ-নিবন্ধন-ভয়জন্য আমার প্রাণ চঞ্চল হয় নাই। কারণ আমি আপনার বাক্যাব্ধি-বিনিঃসৃত অচ্যুত-কথারূপ পীযূষ পান করিতেছি।

সূত বলিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠ শুকদেব সভাস্থলে নিত্য ও প্রভু অচ্যুত-বিষয়ে ভক্ত-চূড়ামণি পরীক্ষিতের এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হরি ব্রহ্মাকে যে বেদতুল্য ভাগবত পুরাণ কহিয়াছিলেন তাহাই কহিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ অন্যান্য সে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন একে একে সে সকলেরই প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরীক্ষিতের প্রশ্ননামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

শুক বলিলেন, রাজন্! যেরূপ স্বপ্নে দৃশ্যমান দেহাদির সহিত স্বপ্নদ্রষ্টার সম্বন্ধ হইতে পারে না, সেইরূপ পরমপুরুষ হরির মায়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে দেহাদির সহিত আত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না। আত্মা বহুরূপিণী মায়ার সহিত ক্রীড়া করত বহুরূপ বলিয়া প্রতিভাত হন, এবং মায়া-গুণ দেহাদিতে "আমি," "আমার" বলিয়া অভিমান করেন। আর যখন তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট আপন মহিমায় অবস্থিতি করিয়া বিহার করেন, তখনই "আমি" ও "আমার" এই দুই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশ পান। ভগবান্ অকপট তপস্যায় সেবিত হইয়া আপনার জ্ঞানময় স্বরূপ প্রদর্শন করত তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আবশ্যক।[১] জগতের পরম গুরু[২] আদিদেব ব্রহ্মা আপনার অবলম্বন-স্থান পদ্মে উপবেশন করিয়া সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে জ্ঞানে নিশ্চয়ই এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে পারিবেন এবং যাহাতে সৃষ্টির প্রকার জানা যাইবে, তিনি কোন মতেই তাহা লাভ করিতে পারিলেন

---

১ ইহার তাৎপর্য্য এই—অবিদ্যাবশে জীবের মিথ্যারূপ দেহ-সম্বন্ধ ঘটিয়া-থাকে। কিন্তু যোগমায়াবশে ঈশ্বরের জ্ঞানময় দেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব জীব হইতে ঈশ্বরের অনেক বিভেদ আছে। সুতরাং তাঁহার ভজনা করিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

২ ভক্তির উপদেষ্টা।

না। তখন চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে শুনিতে পাইলেন, দুই অক্ষরে গ্রথিত একটী শব্দ বারিমধ্য হইতে তাঁহার সন্নিকটেই দুই বার উচ্চারিত হইল। ঐ দুইটী বর্ণের মধ্যে প্রথমটী স্পর্শবর্ণের[১] ষোড়শ (অর্থাৎ ত) এবং দ্বিতীয়টী একবিংশ (অর্থাৎ প)। নৃপ! ঐ দ্ব্যক্ষর শব্দটীকে পণ্ডিতেরা নির্দ্ধনের[২] ধন কহিয়া থাকেন। কমলযোনি ঐ শব্দটী শ্রবণ করিয়া "কে উহা উচ্চারণ করিল" দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না। তখন "তপস্যা" কেই আপনার হিতসাধন বিবেচনা করত পদ্মাসনে আসীন হইয়া তাহাতেই মনোযোগ করিলেন। বোধ হইল যেন কেহ সাক্ষাৎ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উপদেশ করিলেন।

তপস্বিশ্রেষ্ঠ অমোঘ-দর্শন ব্রহ্মা শ্বাস এবং জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করত একমন হইয়া সহস্র বৎসর অখিল-লোক-প্রকাশিকা দিব্য-তপস্যা করিলেন। নারায়ণ সেই তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠনামক নিজধাম দর্শন করাইলেন। বৈকুণ্ঠে ক্লেশ নাই, মোহ নাই, ভয় নাই। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই তাহার প্রশংসা করিতেছেন। তথায় সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রিত হয় না। লোভাদির কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মায়াও সে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না।

তথায় যে সকল হরির পার্ষদ আছেন, তাঁহাদিগের বর্ণ শ্যাম ও উজ্জ্বল। চক্ষু পদ্মের ন্যায়; বসন পীতবর্ণ; কান্তি

১ ক অবধি ম পর্য্যন্ত স্পর্শবর্ণ। ২ অর্থাৎ—সাংসারিক-সম্পত্তিহীন তপস্বীদিগের।

সাতিশয় মনোহারিণী এবং অঙ্গ সুকোমল। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ এবং উত্তম উত্তম প্রভাশালি মণিময় পদকাদি আভরণে বিভূষিত। তাঁহাদিগের তেজের ইয়ত্তা নাই। সুরাসুরগণ তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বর্ণ প্রবাল, বৈদুর্য্য ও মৃণালের আভার ন্যায়। তাঁহারা স্ফূর্ত্তিমান্ কুণ্ডল, মৌলি[১] ও মালা ধারণ করিয়া আছেন।

বৈকুণ্ঠ মহাত্মাদিগের দীপ্তিমতী বিমানশ্রেণী দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত এবং উৎকৃষ্ট প্রমদাদিগের কান্তি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া বিদ্যুদ্দাম-বেষ্টিত নিবিড়-নীরদাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় বিরাজিত হইতেছে। তথায় লক্ষ্মী[২] মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ বিভূতি দ্বারা বিবিধ প্রকারে বিশ্রুতকীর্ত্তি ভগবানের চরণ পূজা করিতেছেন; এবং বসন্তানুচর ভ্রমরগণের সঙ্গীত শ্রবণে ঢুলিতে ঢুলিতেও[৩] স্বয়ং প্রিয়ের[৪] গুণগানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।

ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিখিল ভক্তের পতি, লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞের পতি ও জগতের পতি ঈশ্বর তথায় উপবেশন করিয়া আছেন। সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদগণ[৫] চতুর্দ্দিকে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। দর্শনমাত্রেই বোধ হইতেছে, তিনি ভৃত্যদিগকে প্রসাদ দান করিতে প্রস্তুতই রহিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় মদ্যের ন্যায় মত্ততা বর্ষণ করিতেছে। বদন সুপ্রসন্নহাস্য ও অরুণ নয়নে বিরাজিত হইতেছে। তিনি কিরীট,

---

১ শিরোমণি। ২ সম্পত্তি।
৩ অর্থাৎ—যদিও আপনার গুণগান-শ্রবণে বিহ্বল হইয়াছেন, তথাপি।
৪ মাধবের। ৫ অনুচর।

কুণ্ডল, চতুর্ভুজ ও পীতবাস ধারণ করিয়া আছেন ; এবং লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিতেছেন। সেই পরম পুরুষ প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব ; একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই ষোড়শ শক্তি এবং আপনার স্বাভাবিক ও যোগিদিগের আগন্তক [১] ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত হইয়া এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া আছেন ; কিন্তু আপনার স্বরূপেই ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তিনিই পরমেশ্বর।

তাঁহাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে ভাসিতে লাগিল। তজ্জন্য তাঁহার অঙ্গে লোমাঞ্চ হইল এবং প্রেমভরে নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন বিশ্বস্রষ্টা তাঁহার চরণাম্বুজে নমস্কার করিলেন। জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন না করিলে সেই চরণ-পদ্ম কোন রূপেই লাভ করা যায় না।

প্রণয়ভাজন ভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশ দিবার যোগ্যপাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ; সুতরাং এক্ষণে তাঁহাকে প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উপস্থিত, প্রীতিযুক্ত, বিনয়াবনত এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রেমদৃষ্টি দ্বারা সংবর্দ্ধনা করত হস্তধারণ-পূর্ব্বক প্রসন্ন মনে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, হে বেদ-গর্ভ! তুমি সৃষ্টি করিবার বাসনায় বহুকাল তপস্যা করিয়া আমাকে সাতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছ। কপট যোগীরা কখনই আমার সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব তোমার মঙ্গল হউক্ ; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমিই বর-দানের কর্ত্তা। ব্রহ্মন্! লোকে মঙ্গল-রূপ-ফল-

---

১ অর্থাৎ—সাধারণ।

প্রাপ্তির নিমিত্ত যে পরিশ্রম স্বীকার করে, আমার দর্শন-লাভই তাহার চরম সীমা।[১] তুমি যে আমার বৈকুণ্ঠ-ধাম দর্শন করিলে, সে আমারই মনোবাঞ্ছার প্রভাব জানিবে। কারণ তুমি "তপ" "তপ" রূপ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়াই নির্জ্জনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে।[২] যখন তুমি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত কার্য্য-চিন্তায় বিমূঢ় হইয়াছিলে তখন আমি তোমাকে তপস্যার উপদেশ দিয়াছিলাম। হে অনঘ! তপস্যা সাক্ষাৎ আমার হৃদয়, এবং আমি তপস্যার আত্মা। আমি তপো-বলেই এই বিশ্ব সৃজন, পালন ও পুনর্বার সংহার করি। অতএব সুদুশ্চর তপস্যা আমার বীর্য্য-স্বরূপ।

ব্রহ্মা বলিলেন, আপনি ভগবান্ ও সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতা; (সুতরাং) সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছেন। অত-এব আপনি আপনার অপ্রতিহত-প্রজ্ঞা-বলে আপন উদ্দেশ্য জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু আমি উহা জানিবার নিমিত্ত তপস্যা দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি; নাথ! আপনি সেই প্রার্থিত বিষয়ে আমাকে উপদেশ দান করুন, যাহাতে আমি রূপ-বিহীন আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ অবগত হইতে পারি। আপনি যাহা সংকল্প করেন, তাহা কোন মতেই অন্যথা হয় না। যেরূপ ঊর্ণনাভি ঊর্ণাদ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি নিজেই নিজরূপ (ব্রহ্মাদি রূপ) ধারণ করত এই বিশ্বকে সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া ক্রীড়া করিছেতেন; আমি যে বুদ্ধি দ্বারা উহা অবগত হইতে পারি,

---

১ অর্থাৎ—তাহার অধিক পরিশ্রমের ফল আর নাই।

২ ইহার তাৎপর্য্য—তুমি সেই তপস্যাবলে বৈকুণ্ঠ দর্শন করিতে পাইয়াছ; এবং আমি সেই তপস্যার প্রবর্ত্তক।

মাধব! আমাকে তাহাই দান করুন। আপনার নিকট উপদেশ পাইলে আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইব। আপনার অনুগ্রহ হইলে প্রজা-সৃষ্টির সময় (অহঙ্কারাদি) আমায় বদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। ঈশ! সখা[১] যেরূপ সখার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে, আপনি আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিলেন।[২] অতএব যখন আমি স্থির চিত্তে প্রজা সৃষ্টি করত আপনার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন যেন "আমিও অজ[৩]" এই ভাবিয়া আমার গর্ব্ব না জন্মে।

ভগবান্ বলিলেন, মদ্বিষয়ক জ্ঞান[৪] বিজ্ঞান[৫] ও ভক্তি অতি গোপনীয়। তথাপি সাধনের[৬] সহিত সেই সমুদায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার স্বরূপ কি? সত্ত্ব[৭] কি? রূপ কি? গুণ কি? এবং কর্ম্মই বা কি? তুমি আমার অনুগ্রহে সে সমুদায়ই উত্তম রূপে জানিতে পারিবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আমিই ছিলাম। কি সূক্ষ্ম পদার্থ, কি স্থূল পদার্থ, কি তাহাদিগের কারণভূত প্রধানতত্ত্ব, অন্য আর কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমিই রহিয়াছি। এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহাও আমি। অবশেষে এই বিশ্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে সেও আমি।

যথার্থ অর্থশূন্য হইলেও[৮] "দুই চন্দ্র" প্রভৃতি শব্দের

---

১ অর্থাৎ, লৌকিক সখা।

২ অর্থাৎ, আমার করস্পর্শাদি করিয়া আমার মান বৃদ্ধি করিলেন।

৩ অর্থাৎ—আমিও নারায়ণেরই তুল্য এবং স্বাধীন। কারণ আমারও উৎপত্তি নাই। তাহা না হইলেই বা নারায়ণ আমাকে সম্মান করিবেন কেন?

৪ শাস্ত্রোত্থ জ্ঞান। ৫ অনুভব। ৬ যাহাদ্বারা সিদ্ধ হয়। বল।

৮ অর্থাৎ, বস্তুতঃ না হইলেও।

ন্যায় যাহা প্রকৃত বস্তু ব্যতীতও আত্মাতে প্রতীত[১] হইয়া থাকে এবং প্রকৃত পদার্থ হইয়াও অন্ধকারের ন্যায় যাহা প্রতীত হয় না, ব্রহ্মন্! তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে।[২] যেরূপ মহাভূতগণ ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট[৩] এবং অপ্রবিষ্টও[৪] হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও তাহাদিগের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছি; আবার নাও করিতেছি। অন্বয়[৫] ও ব্যতিরেক[৬] দ্বারা যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থলেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। যে ব্যক্তি আত্মার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। তুমি একমনে আমার এই মতের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াও কখন তোমার গর্ব্ব উপস্থিত হইবে না।

শুকদেব বলিলেন, জন্মরহিত হরি লোকাধিপতি ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া দেখিতে দেখিতেই আপন রূপ সংহার করিলেন। তখন সর্ব্বভূতময় কমলযোনি অন্তর্হিত-স্বরূপ সেই হরির উদ্দেশে অঞ্জলি করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবিকল এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর[৭] কমলযোনি ব্রহ্মা এক সময় প্রজাদিগের মঙ্গল-সাধন-রূপ আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিয়ম ধারণ

---

১ অর্থাৎ, ভাসমান—জ্ঞানবিষয়ীভূত।

২ অর্থাৎ, জীব আমার মায়াবলে কখন অপ্রকৃত বস্তুকেও প্রকৃত বলিয়া জ্ঞান করে। আবার কখন প্রকৃত বস্তুকেও বাস্তবিক প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করে না।

৩ অর্থাৎ, যখন তাহাদিগের দ্বারা ঐ সকল পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪ অর্থাৎ, যখন তাহারা কেবল কারণরূপে ছিল।

৫ কারণতাসম্বন্ধে কার্য্যে অনুবৃত্তি সুতরাং সেই সেই কার্য্যে তাহার সম্বন্ধ আছে।

৬ শুদ্ধ কারণ অবস্থায় কার্য্য হইতে ব্যাবৃত্তি।

৭ অর্থাৎ, আমি এই যে ব্রহ্মা ও নারদের কথোপকথনের কথা কহিতেছি তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরও ঘটিয়াছিল।

করিয়া ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিলেন।[১] তখন তাঁহার প্রিয়তম ও সকলের অপেক্ষা বশবর্ত্তী পুত্র নারদ মায়েশ্বর বিষ্ণুর মায়া জানিবার নিমিত্ত সচ্চরিত্র, বিনয় ও জিতেন্দ্রিয়তা সহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। রাজন্! ভগবদ্ভক্ত দেবর্ষি এইরূপ সেবা করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং লোক-প্রপিতামহ পিতা প্রসন্ন হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূতনাথ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, পুত্র নারদের নিকট সেই দশ-লক্ষণ ভাগবত কীর্ত্তন করিলেন।

রাজন্! অমিততেজা ব্যাসদেব যখন সরস্বতীর তীরে বসিয়া পরম ব্রহ্ম ধ্যান করিতেছিলেন, নারদ সেই সময় তাঁহাকে ঐ ভাগবত বলিয়াছিলেন।

বৈরাজ পুরুষ হইতে এই বিশ্ব যে রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, আপনি আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রশ্নও করিয়াছেন। আমি সে সকলেরই সম্পূর্ণ প্রত্যুত্তর দিতেছি।

ভাগবত-আরম্ভ-নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ অর্থাৎ, তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশম অধ্যায়।

শুক বলিলেন, রাজন্! এই ভাগবতে স্বর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়, এই দশটী পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দশম পদার্থ (আশ্রয়) টীর তত্ব জানিবার নিমিত্ত মহাত্মা ব্যক্তিরা কোথাও শ্রুতিদ্বারা, কোথাও সাক্ষাৎ, কোথাও বা তাৎপর্য্য দ্বারা অন্য নয়টীর স্বরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন। গুণত্রয়ের পরিণাম হেতু পরমেশ্বর হইতে যে ভূত, মাত্র,[১] ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম "সর্গ"। আর ব্রহ্মার সৃষ্টির নাম "বিসর্গ"। ভগবানের সৃষ্ট বস্তু-সকল যে আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করে[২] তাহারই নাম "স্থান"। আপন ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম "পোষণ"। (অনুগৃহীত) সাধুদিগের ধর্ম্মের নাম "মন্ব-ন্তর"; আর কর্ম্মের বাসনার নামই "ঊতি"। ভগবানের অবতার-কথন এবং তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তি পুরুষদিগের সাধ্বী কথার নাম "ঈশানুকথা"। উহা বিবিধ উপাখ্যানে বিলক্ষণ পরিপুষ্ট। হরি যোগ-নিদ্রা অবলম্বন করিলে পর আপন শক্তির সহিত জীবের যে লয় হইয়া থাকে তাহার নাম "নিরোধ"; আর আত্মা অন্যথারূপ[৩] পরিত্যাগ করিয়া যে আপন স্বরূপে অবস্থিতি করেন তাহারই নাম "মুক্তি"। অপর,

---

১ তন্মাত্র। ২ অর্থাৎ—কর্ত্তব্য সাধন করে।
৩ অবিদ্যাবলে আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান।

যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে; যাঁহা হইতে ইহা প্রকাশ পায় এবং যিনি পর ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাঁহার নাম "আশ্রয়"। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ[১] তাঁহাকেই আধিদৈবিক[২] বলিয়া জানিবেন। ঐ উভয় ভিন্ন যাহাকে আধিভৌতিক[৩] কহা যায় তাহাকেই পুরুষ[৪] বলে। যখন আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয়ের মধ্যে একের অভাব হইলে আমরা অন্যটীকে দেখিতে পাই না, তখন যে আত্মা ঐ ত্রিতয়-কেই দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারই নাম আশ্রয়। তাঁহার আর অন্য আশ্রয় নাই।

বিরাট্ পুরুষ যখন অণ্ডভেদ করিয়া নির্গত হইলেন, তখন আপনার আলম্বন-স্থানের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, আপনি যেরূপ বিশুদ্ধ ছিলেন, সেইরূপ বিশুদ্ধ জল সৃষ্টি করিলেন। সেই পুরুষের একটী নাম নর। জল সেই নর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া উহাকে "নার" বলা যায়। পুরুষ সেই নার অর্থাৎ জলকে আপনার অয়ন (অবলম্বনস্থান) করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নাম "নারায়ণ"। দ্রব্য,[৫] কর্ম্ম,[৬] কাল, স্বভাব ও জীব[৭] তাঁহার অনুগ্রহেই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেছে। তিনি উপেক্ষা করিলে এই সমুদায়েরই নাশ হইবে।

একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যোগশয্যা পরিত্যাগ করত নানা রূপ হইতে ইচ্ছা করিয়া হিরণ্ময়[৮] বীর্য্যকে[৯]

---

১ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াভিমানী দ্রষ্টাস্বরূপ জীব। ২ চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাতা।
৩ চক্ষুগোলকাদি দ্বারা উপলক্ষিত দৃশ্য দেহ। ৪ জীবের উপাধি।
৫ উপাদান। ৬ কর্ম্মাদি নিমিত্ত। ৭ ভোক্তা।
৮ স্বর্ণের ন্যায় অত্যন্ত প্রকাশমান। ৯ গর্ভরূপ দেহ।

অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত, এই তিন ভাগে বিভক্ত করি-লেন। একমাত্র পুরুষ-বীর্য্য যে প্রকারে তিন ভাগে বিভক্ত হইল, বলিতেছি শ্রবণ করুন।

পুরুষ বিবিধ-প্রকার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর তাঁহার দেহ-মধ্যবর্ত্তী আকাশ হইতে ওজ,[১] সহ[২] এবং বল[৩] উৎপন্ন হইল। সেই ক্রিয়া-শক্তিময় সূক্ষ্ম রূপ হইতেই প্রাণ-সজ্ঞক মহান্ 'অসু'[৪] জন্মগ্রহণ করিল। প্রভু-রূপী প্রাণ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর ভৃত্য-তুল্য ইন্দ্রিয়গণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; এবং নিবৃত্ত হইলেই নিবৃত্ত হয়।

প্রাণ নিমিত্ত-স্বরূপ হইয়া চালনা করিলে পর বিভুর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। এইরূপ তিনি পান ও ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহার মুখাগ্র বিভক্ত হইল। অনন্তর মুখ হইতে তালু, জিহ্বা ও নানা রস উৎপন্ন হইল। রস জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করা যায়।

অনন্তর যখন বিরাট্ পুরুষ কথা কহিতে অভিলাষী হই-লেন, তখন তাঁহার সেই মুখ হইতেই বাক্য ও তাহার অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। যখন পুরুষ জলে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন ঐ ইন্দ্রিয় এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উভয়েই বহু কাল রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এইরূপ, প্রাণবায়ু অত্যন্ত বিচলিত হইলে পর তাঁহার দুই নাসারন্ধ্র উৎপন্ন হইল। অনন্তর তিনি গন্ধ লইতে ইচ্ছা করিলে সেই নাসিকা হইতে গন্ধ ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু জন্ম গ্রহণ করিলেন।

---

১ ইন্দ্রিয়বল। ২ মনঃশক্তি। ৩ দেহশক্তি। ৪ সকলের প্রাণ।

প্রথমতঃ সমস্ত জগৎ নিরালোক (প্রকাশশূন্য) হইয়া সেই বিরাট্ পুরুষে অবস্থিত ছিল। অনন্তর তিনি আপনমূর্ত্তি এবং অন্যান্য বস্তু-সমূহ দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন তাঁহার দুই চক্ষু, জ্যোতি[১] ও দর্শনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। তাহাতেই তিনি রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।

ঋষিগণ যখন বেদবাক্য দ্বারা সেই বিরাট্ পুরুষের উদ্বোধন[২] করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি উহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিলেন। সেই অভিলাষবশেই তাঁহার দুই কর্ণবিবর, শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উৎপত্তি হইল। তাহাতেই তিনি শব্দ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বস্তুসমূহের মৃদুতা, কাঠিন্য, লঘুতা, গুরুত্ব, উষ্ণতা ও শৈত্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে পর তাঁহার ত্বক্, ত্বগিন্দ্রিয় এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হইলেন। বায়ু সেই ত্বকের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে অবস্থিতি করিয়া স্পর্শ গ্রহণ করিতেছেন।

পুরুষ নানা কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে পর তাঁহার দুই হস্ত, হস্তেন্দ্রিয়, বল এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। আদান (গ্রহণ) দুই হস্তের কার্য্য।

এইরূপ তিনি গমন করিতে ইচ্ছা করিলে পর তাঁহার পদদ্বয় উৎপন্ন হইল। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু স্বয়ং সেই পদদ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মনুষ্যেরা সেই গতিনাম্নী কর্ম্মশক্তি দ্বারা যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন।[৩]

---

১ আদিত্যগণ। ২ নিদ্রাভঙ্গ। জাগান বা।

৩ অর্থাৎ, গতিনাম্নী কর্ম্মশক্তি ঐ চরণদ্বয়ের ইন্দ্রিয় এবং যজ্ঞার্থ দ্রব্যই তাহার বিষয়।

ভগবান্ যখন পুত্র, স্ত্রীসম্ভোগ ও স্বর্গাদি বাসনা করিলেন, তখন তাঁহার উপস্থ ও উপস্থেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। স্ত্রীসম্ভোগ-জন্য সুখ ঐ উভয়ের অধীন।

এইরূপ তিনি ভুক্ত-অন্নাদির অসারভাগ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলে পর তাঁহার গুহ্যরন্ধ্র, গুহ্যেন্দ্রিয় পায়ু এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হইলেন। মলত্যাগ ঐ উভয়ের কার্য্য।

ভগবান্ যখন দেহ হইতে দেহান্তরে সম্যক্ রূপে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন তাঁহার নাভিদ্বার, অপান, ও মৃত্যু [১] উৎপন্ন হইল। মরণ নাভি ও অপানের অধীন।[২]

এইরূপ যখন তিনি রস, অন্ন ও পান গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন, তখন তাঁহার কুক্ষি, অন্ত্র ও নাড়ীর সৃষ্টি হইল। নদী অন্ত্রের এবং সমুদ্র নাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তুষ্টি[৩] ও পুষ্টি [৪] অন্ত্র এবং নাড়ীর অধীন।

পুরুষ যখন নিজমায়া চিন্তা করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়, মন, সঙ্কল্প ও অভিলাষ উৎপন্ন হইল। চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অনন্তর ত্বক্,[৫] চর্ম্ম,[৬] মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা ও অস্থি সংজ্ঞক সপ্ত ধাতু ক্ষিতি, জল ও তেজ হইতে উৎপন্ন হইল। প্রাণবায়ু আকাশ, জল ও বায়ু হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে।

---

১ অপানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

২ প্রসিদ্ধি আছে—নাভিদেশে প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর বন্ধ-বিশ্লেষ হইয়া মৃত্যু হয়।

৩ উদরপূরণ।

৪ রসপরিণাম দ্বারা শরীরে স্থৌল্য।

৫ স্থূল চর্ম্ম।

৬ ত্বকের আবরণীভূত সূক্ষ্ম চর্ম্ম।

ইন্দ্রিয় সকল গুণাত্মক[১]; এবং গুণসকল ভূতাদি[২]-সম্ভূত[৩]। কারণ মন সর্ব্ব-বিকারের আত্মাস্বরূপ; কিন্তু বুদ্ধি বিজ্ঞান-রূপিণী।[৪]

রাজন্! আমি ভগবানের স্থূল রূপ আপনার নিকট এই বর্ণন করিলাম। উহা বহির্ভাগে প্রকৃতি লইয়া মহী আদি অষ্ট আবরণে আবৃত; এতদ্ভিন্ন তাঁহার এক সূক্ষ্মতম শরীরও আছে। উহা অব্যক্ত[৫] নির্বিশেষণ[৬] অনাদি, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়শূন্য, নিত্য এবং বাক্য মনের অগোচর।

আমি তোমার নিকট ভগবানের উভয় রূপই বর্ণন করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই উভয়কেই স্বীকার করেন না; কারণ উভয়ই মায়া-সৃষ্ট।

ভগবান্ ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া বাচ্যবাচক-রূপে নাম এবং রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেন।[৭] তিনি বাস্তবিক পরম পুরুষ ও অকর্ম্মা বটেন; কিন্তু (মায়াবশে) সকর্ম্মা হইয়া থাকেন। তিনি প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সর, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, নর, মাতৃগণ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ডক, উন্মদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও সরীসৃপ সৃষ্টি করিয়াছেন। অপর, স্থাবর ও জঙ্গম-রূপ দুইপ্রকার ভূত; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ নামক

---

১ অর্থাৎ, বিষয়াভিমুখ্যই ইহার স্বভাব। ২ অহঙ্কার।

৩ অর্থাৎ, অহঙ্কারই তাহাদিগের শোভন স্বভাব প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

৪ অর্থাৎ, পরমার্থগ্রাহিণী নহে। ইহা দ্বারা বৈরাগ্য বলা হইল।

৫ অতীন্দ্রিয়। ৬ অর্থাৎ, কোন রূপে তাহা বর্ণন করা যায় না।

৭ বাচ্যরূপে রূপ ও ক্রিয়া; এবং বাচকস্বরূপে নাম।

ভগবান্ যখন পুত্র, স্ত্রীসম্ভোগ ও স্বর্গাদি বাসনা করিলেন, তখন তাঁহার উপস্থ ও উপস্থেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। স্ত্রীসম্ভোগ-জন্য সুখ ঐ উভয়ের অধীন।

এইরূপ তিনি ভুক্ত-অন্নাদির অসারভাগ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলে পর তাঁহার গুহ্যরন্ধ্র, গুহ্যেন্দ্রিয় পায়ু এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হইলেন। মলত্যাগ ঐ উভয়ের কার্য্য।

ভগবান্ যখন দেহ হইতে দেহান্তরে সম্যক্ রূপে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন তাঁহার নাভিদ্বার, অপান, ও মৃত্যু [১] উৎপন্ন হইল। মরণ নাভি ও অপানের অধীন।[২]

এইরূপ যখন তিনি রস, অন্ন ও পান গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন, তখন তাঁহার কুক্ষি, অন্ত্র ও নাড়ীর সৃষ্টি হইল। নদী অন্ত্রের এবং সমুদ্র নাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তুষ্টি[৩] ও পুষ্টি[৪] অন্ত্র এবং নাড়ীর অধীন।

পুরুষ যখন নিজমায়া চিন্তা করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়, মন, সঙ্কল্প ও অভিলাষ উৎপন্ন হইল। চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অনন্তর ত্বক্,[৫] চর্ম্ম,[৬] মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা ও অস্থি সংজ্ঞক সপ্ত ধাতু ক্ষিতি, জল ও তেজ হইতে উৎপন্ন হইল। প্রাণবায়ু আকাশ, জল ও বায়ু হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে।

---

১ অপানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

২ প্রসিদ্ধি আছে—নাভিদেশে প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর বন্ধ-বিশ্লেষ হইয়া মৃত্যু হয়।

৩ উদরপূরণ।

৪ রসপরিণাম দ্বারা শরীরে স্থৌল্য।

৫ স্থূল চর্ম্ম।

৬ ত্বকের আবরণীভূত সূক্ষ্ম চর্ম্ম।

ইন্দ্রিয় সকল গুণাত্মক[১]; এবং গুণসকল ভূতাদি[২]-সম্ভূত[৩]। কারণ মন সর্ব্ব-বিকারের আত্মাস্বরূপ; কিন্তু বুদ্ধি বিজ্ঞান-রূপিণী।[৪]

রাজন্! আমি ভগবানের স্থূল রূপ আপনার নিকট এই বর্ণন করিলাম। উহা বহির্ভাগে প্রকৃতি লইয়া মহী আদি অষ্ট আবরণে আবৃত; এতদ্ভিন্ন তাঁহার এক সূক্ষ্মতম শরীরও আছে। উহা অব্যক্ত[৫] নির্বিশেষণ[৬] অনাদি, উৎ-পত্তি, স্থিতি ও লয়শূন্য, নিত্য এবং বাক্য মনের অগোচর।

আমি তোমার নিকট ভগবানের উভয় রূপই বর্ণন করি-লাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই উভয়কেই স্বীকার করেন না; কারণ উভয়ই মায়া-সৃষ্ট।

ভগবান্ ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া বাচ্যবাচক-রূপে নাম এবং রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেন।[৭] তিনি বাস্তবিক পরম পুরুষ ও অকর্ম্মা বটেন; কিন্তু (মায়াবশে) সকর্ম্মা হইয়া থাকেন। তিনি প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সর, নাগ, সর্প, কিম্পু-রুষ, নর, মাতৃগণ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ডক, উন্মদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও সরীসৃপ সৃষ্টি করিয়াছেন। অপর, স্থাবর ও জঙ্গম-রূপ দুইপ্রকার ভূত; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ নামক

---

১ অর্থাৎ, বিষয়াভিমুখ্যই ইহার স্বভাব। ২ অহঙ্কার।

৩ অর্থাৎ, অহঙ্কারই তাহাদিগের শোভন স্বভাব প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

৪ অর্থাৎ, পরমার্থগ্রাহিণী নহে। ইহা দ্বারা বৈরাগ্য বলা হইল।

৫ অতীন্দ্রিয়। ৬ অর্থাৎ, কোন রূপে তাহা বর্ণন করা যায় না।

৭ বাচ্যরূপে রূপ ও ক্রিয়া; এবং বাচকস্বরূপে নাম।

চতুর্ব্বিধ ভূত এবং জলচর, খেচর ও ভূচর, এই সকলই সেই ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

রাজন্! উত্তম, মধ্যম ও অধম কার্য্যের এই তিনপ্রকার গতি[১]। সত্ত্ব, রজ ও তমো হইতে ক্রমান্বয়ে দেবতা, মনুষ্য ও নারকী উৎপন্ন হয়। মহারাজ ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে আবার প্রত্যেকটী উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; কারণ একটী অন্য দুইটী গুণে মিশ্রিত।

সেই ভগবান্ই আবার মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরূপে বিষয় সকল ভোগ করত এই বিশ্ব পালন করিতেছেন। আবার সময় উপস্থিত হইলে তিনিই কালাগ্নি ও রুদ্ররূপে, বায়ু মেঘশ্রেণীর ন্যায় আপনার এই সমুদায় সৃষ্ট বস্তুরই ধ্বংস করিবেন।

মহারাজ! আমি ভগবৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কে এই ভাবে[২] আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে কেবল এই ভাবেই দর্শন করা পণ্ডিতব্যক্তিদিগের উচিত হয় না। যে হেতু এই বিশ্বের জন্মপ্রভৃতি কার্য্যে পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করা শ্রুতিরও তাৎপর্য্য নহে। কেবল কর্ত্তৃত্ব প্রতিষেধের নিমিত্তই তাঁহার ঐ রূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। কারণ উহা কেবল মায়াবশেই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

রাজন্! আমি উদাহরণচ্ছলে আপনাকে ব্রহ্মার মহাকল্প ও অবান্তর কল্প উল্লেখ করিলাম। মহাকল্পে প্রাকৃত[৩] এবং অবান্তর কল্পে বৈকৃত[৪]-সৃষ্টি-রূপিণী বিধি[৫] অন্যান্য যাবতীয় মহাকল্পাদিতেই সমান।

১ ফল। ২ রূপে—অর্থাৎ স্রষ্টা আদি রূপে।
৩ মহদাদি। ৪ স্থাবরাদি। ৫ প্রকার—রকম।

নৃপতে! কালের স্থূল এবং সূক্ষ্ম পরিমাণ এবং কল্পের লক্ষণ[১] ও বিভাগ[২] ইহার পর ব্যাখ্যা করিব। এক্ষণে পাদ্ম-কল্প ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ করুন্।

শৌনক বলিলেন, সূত! তুমি বলিয়াছিলে, ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বিদুর সুদুস্ত্যজ বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; এবং মৈত্রেয়ের সহিত জ্ঞান বিষয়ে তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল। তুমি আমা-দিগের নিকট তাহাই উল্লেখ কর। ক্ষত্তা মৈত্রেয়-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্যান্য যে সকল তত্ত্ব কহিয়াছিলেন, তুমি তাহাও কীর্ত্তন কর। বিদুর বন্ধুত্যাগের নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যে রূপে পুনর্বার প্রত্যাগমন করিয়া-ছিলেন, সৌম্য! তুমি আমাদিগের নিকট তাহাও বর্ণন কর।

সূত বলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলে পর মহামুনি শুক যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, আমি সেই রাজার প্রশ্ন অনু-সারেই সেই সমস্ত আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন্।

দশ-লক্ষণ-কথন-নামক দশম অধ্যায়ে দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

---

১ অর্থাৎ, কল্পের পরিমাণ এত ও কল্প এইপ্রকার।
২ অবান্তর কল্প এবং মন্বন্তরাদি রূপ।

শ্রীমদ্ভাগবত।

তৃতীয় স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

শুক কহিলেন, রাজন্! অখিলনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়-বোধে আপনাদিগের যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বিদুর সেই সুদুস্ত্যজ প্রসিদ্ধ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করত মৈত্রেয় মুনিকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, প্রভো! কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ে মৈত্রেয়ের সহিত বিদুরের কথোপকথন হইয়াছিল, আপনি আমাদিগের নিকট তাহা উল্লেখ করুন। বিশুদ্ধাত্মা বিদুর মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়কে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে বড় অল্প সত্যের আবিষ্কার হয় নাই। কারণ সাধু লোকেরা সকলেই অনুমোদন দ্বারা উহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

সূত বলিলেন, অশেষ-জ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিশ্রেষ্ঠ শুক রাজা

পরীক্ষিতের প্রশ্নে প্রীত হইয়া তাঁহাকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন শ্রবণ করুন।

শুক বলিলেন, যখন লুপ্তপ্রজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্র অধর্ম্মপূর্ব্বক অসাধু পুত্রদিগের হিত-সাধন করিবার নিমিত্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধুহীন[১] পুত্রদিগকে জতুগৃহদাহে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; যখন সভাস্থলে নিজপুত্র-(দুঃশাসন)-কৃত অতিনিন্দিত কেশাকর্ষণ-জন্য বিগলিত অশ্রুধারায় কুরুদেবপত্নী পুত্রবধূ যাজ্ঞসেনীর কুচকুঙ্কুম ধৌত হইতে দেখিয়াও তিনি নিবারণ করিলেন না; যখন সত্যের অবলম্বনস্বরূপ ধর্ম্মনিরত যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় অধর্ম্মপূর্ব্বক-পরাজয়-নিবন্ধন বনবাসের অবসানে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বকৃত-প্রতিজ্ঞানুসারে আপনার পৈতৃক সম্পত্তি প্রার্থনা করিলে পর তিনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাঁহাকে তাহা সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন; এবং যখন অর্জ্জুন-প্রেরিত জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ সভায় আসিয়া পীযূষতুল্য লোকের হিত-সাধন বাক্য বলিলে পর তিনি সঞ্চিত-গুণ-লেশের নাশ জন্য তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, বিদুর তখনই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। (ইহা ভিন্ন গুরুতর এবং অব্যবহিত কারণও ছিল।) যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ধৃতরাষ্ট্র) মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত মন্ত্রজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ বিদুরকে আহ্বান করিলেন, তখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কতকগুলি মন্ত্রণা দিলেন। ঐ সকল মন্ত্রণা "বিদুরের মন্ত্রণা" বলিয়া অদ্যাপি মন্ত্রীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। তিনি বলিলেন, (ভ্রাতঃ!) আপনি পাণ্ডবদিগকে পৈতৃক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করুন। তাঁহারা (এ

১ পিতৃহীন।